স্তোত্ররত্নাকর

স্বামী অভেদানন্দ

সংস্কৃত স্তোত্রের ছন্দ ও লালিত্য মন্দাকিনী ধারার মতো লীলায়িত ও সুন্দর! শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ছয়টী ও শ্রীসারদা দেবীর উদ্দেশে একটী সংস্কৃত স্তোত্র, তাঁহাদের উভয়ের ধ্যানমন্ত্র প্রভৃতি, প্রত্যেকটী স্তোত্রের পদ্যে বঙ্গানুবাদ, শাস্ত্রসঙ্গত ও বিশুদ্ধভাবে দৈনিক ও বিশেষ পূজাপদ্ধতি ইহার সৌন্দর্য্য ও সম্পদ।

মূল্য : দুই টাকা

স্তোত্ররত্নাকর

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

ভারতীয় সংস্কৃতি
মনের বিচিত্র রূপ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম
যোগশিক্ষা
আত্মবিকাশ
আত্মজ্ঞান
পুনর্জন্মবাদ
কর্ম-বিজ্ঞান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

রাগ ও রূপ
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা
শ্রীদুর্গা
তীর্থরেণু
বাংলা ধ্রুপদমালা

স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত

জীবনকথা (স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কাহিনী)
শ্রীরামকৃষ্ণচরিত (জীবনী ও বাণী)
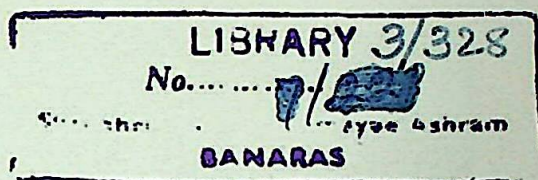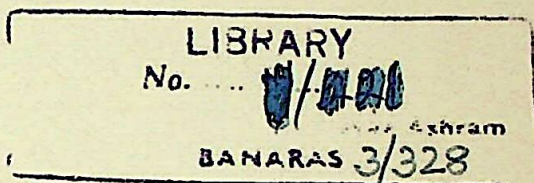
স্তোত্ররত্নাকর

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

পরিচিতি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের কিছুকাল পরে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ বরাহনগরে একটি ভগ্নপ্রায় পুরাতন বাটিতে মঠ স্থাপন করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। সেই সময়ে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে সুন্দর ও সুললিত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্তোত্রটি (শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্) হরমোহন মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বরাহনগর ও পরে আলমবাজার মঠে প্রতি সন্ধ্যায় এই স্তোত্রটি পাঠ করা হইত। পরে অন্যান্য স্তোত্রগুলি স্বামিজী মহারাজ একে একে রচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসান্নিধ্য লাভের কিছু পরে স্বামী অভেদানন্দ একদিন গভীর ধ্যানে দর্শন করেন দেবদেবী ও অবতারাদি বিরাট জ্যোতির্ময় শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তিতে একে একে মিলিয়া যাইতেছেন। এই দিব্য অনুভূতির ভাবই তাঁহার "শ্রীরামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রম্" রচনায় সুন্দরভাবে নিহিত আছে।

স্বামিজী "শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্" রচনা করিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠ করিলে তিনি প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করেন, "তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।" উত্তরকালে যখন দেখি স্বামিজী অপূর্ব মনীষা, বিচিত্র বাগ্মিতা ও অতুলনীয় আধ্যাত্মিকতা দ্বারা সমগ্র জগতে

বরণীয় হইয়াছিলেন তখন আমাদের মনে পড়ে শ্রীশ্রীমার এই আশীর্বাণী।

আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমনের পর স্বামিজী স্তোত্রগুলি বাঙলা পদ্যে অনুবাদ করিলে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি শ্রীসারদাদেবীর ধ্যানও রচনা করিয়া নিত্য-পূজার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেনের রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে ঐ সকল স্তোত্রের কয়েকটি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে স্তোত্রগুলির ছন্দের সৌকর্য রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন স্থানে পরিবর্তিত করিয়া তাহাদের শুদ্ধপাঠ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতিটি বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট ও পরিবর্ধিত করা হইয়াছে।

বর্তমান পূজাপদ্ধতির ক্রম সম্বন্ধে সাধকপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের প্রামাণিক গ্রন্থই আমরা প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছি। অকুণ্ঠিত চিত্তে সেই স্বর্গত মন্ত্রশাস্ত্রনিষ্ণাত গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এতদ্ব্যতীত স্বর্গগত পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্নের পুস্তকে ধৃত পাঠও স্থানে স্থানে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

স্তোত্রগুলির পরিশেষে পূজানুষ্ঠানের বিশুদ্ধ পদ্ধতিটি সন্নিবিষ্ট করিবার একান্ত ইচ্ছা স্বামিজীর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে পূজানুষ্ঠানের আকার তিনিই সর্বপ্রথম দিয়াছিলেন। ভক্তির সহিত

শুদ্ধ অথচ অনাড়ম্বরভাবে পূজার অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও প্রীতি চিরদিনই ছিল দেখিয়াছি। তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতির দিকে বিশেষ ঝোঁক দিলে উহাতেই অনেকে আবদ্ধ হইয়া পড়েন বলিয়া পূজাকালে যাহাতে অন্তরে যথার্থ ভক্তির ও দিব্যভাবের বিকাশ হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখাই সাধকের কর্তব্য ইহা তাঁহার নিকট আমরা বহুবার শুনিয়াছি। স্বামিজীর নির্দেশানুযায়ী সম্পাদিত বর্তমান পূজাপদ্ধতি তাঁহার জীবনকালে প্রকাশিত করিতে পারিলে আমরা আনন্দিত হইতাম। তবে সেই মহতী ইচ্ছা কিছুও কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমরা কৃতার্থ। আজ পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের জন্মতিথির পুণ্যদিনে 'স্তোত্র-রত্নাকরের' এই নব সংস্করণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট আমরা একান্ত প্রীতির সহিত উপস্থাপিত করিলাম।

কৃষ্ণানবমীতিথি

২৯শে ভাদ্র, ১৩৪৮

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

লোকনাথশ্চিদাকারো রাজমানঃ স্বধামনি
কলিকল্মষমগ্নানামুত্তারণচিকীর্ষয়া।
মায়াশক্তিং সমাশ্রিত্য যোঽবতীর্ণো মহীতলে
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র

সর্বলোকনাথ যিনি চৈতন্য আকার
বিরাজিত নিরন্তর ধামে আপনার,
কলির কলুষমগ্ন জীবে উদ্ধারিতে
অবতীর্ণ মায়াশক্তি লয়ে অবনীতে।
নররূপে যুগে যুগে প্রকাশ ধরায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১

সদ্ব্রাহ্মণকুলে জাতো দিব্যদেহং সমাশ্রিতঃ
বাল্যে যো দিব্যভাবেন বয়স্যৈর্মুদমাবহৎ।
বিরক্তো যৌবনে তীব্রং মায়াপাশবিবর্জিতঃ
নিত্যমুক্তস্বভাবোঽপি লোকানুগ্রহকামতঃ ॥২

লোকানামেব শিক্ষার্থং তপস্তপ্ত্বা সুদুষ্করম্
নিদ্রাশনং পরিত্যজ্য বর্ষাণাং দ্ব্যধিকান্ দশ।
স্বস্বরূপং সমাধায় সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্
দয়ামূর্তিঃ সদানন্দো জিজ্ঞাসূনুপদিষ্টবান্।
তেষামজ্ঞাননাশায় লাভায় চ পরাত্মনঃ
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩

সদ্ব্রাহ্মণ কুলে জাত দিব্যদেহধারী
বাল্যে বন্ধুগণ সাথে প্রেমলীলাকারী।
যৌবনে বিরক্ত তীব্র মায়া-বিবর্জিত
নিত্যমুক্ত তবু লোক-হিতে নিয়োজিত ॥২

লোকশিক্ষা হেতু যিনি দ্বাদশ বৎসর
ত্যজি নিদ্রাশন করি তপ উগ্রতর
সচ্চিদ্-আনন্দ স্বীয় স্বরূপ জানিলে
দয়াসিন্ধু জিজ্ঞাসুরে উপদেশ দিলে
তাদের অজ্ঞান নাশ ইষ্টলাভ তরে,
জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমারে ॥৩

সত্যবোধতয়া সাঙ্গান্ সর্বধর্মান্ সমাচরন্
ধর্মমাত্রস্ত সত্যং বৈ যেন সম্যক্ সুনিশ্চিতম্ ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪

যো ভক্তান্ ভক্তিমার্গে তু নিনায় লোকনায়কঃ
আকৃষ্য মানসং তেষাং ভক্তিভাবার্দ্রয়া গিরা ।
দর্শয়িত্বা মহাভাবং পরমানন্দদায়কম্
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫

সত্য বোধ করি সর্বধর্মের আচার
প্রত্যেকের অঙ্গ সাথে করিয়া বিচার
জানিলে প্রত্যেক ধর্ম সত্য সুনিশ্চয়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৪

ভক্তিপথ ভক্তগণে করি প্রদর্শন
ভক্তিভাবসিক্ত বাক্যে করি আকর্ষণ
দেখাইয়া মহাভাব আনন্দদায়ক
ভক্ত সঙ্গে থাকি সদা ভক্তের নায়ক
ভক্তিতত্ত্ব শিখাইলে প্রেমে করুণায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৫

জ্ঞানিনো জ্ঞানমার্গে চ যেন সম্যক্ প্রবর্তিতাঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬

যৈর্যৈর্ধার্মিকা যস্মিন্ ধর্মমার্গে ব্যবস্থিতাঃ
তেষাং তন্মতমাদৃত্য ভক্তিস্তত্র দৃঢ়ীকৃতা।
প্রোৎসাহিতা যথান্যায়ং যেন তৎসাধনেষ্বপি
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৭

পূজিতা যেন বৈ শশ্বৎ সর্বেঽপি সাম্প্রদায়িকাঃ
সম্প্রদায়বিহীনো যঃ সম্প্রদায়ং ন নিন্দতি।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮

জ্ঞানযোগে অনুরক্ত সাধকেরা যত
জ্ঞানমার্গে তাহাদের করিলে নিরত।
শিখালে বিচার-পথে সাধন-উপায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৬

সর্ববিধ ধর্মমতে তব সমাদর
ধর্মে ধার্মিকের নিষ্ঠা করি দৃঢ়তর
উৎসাহে সাধনরত করিলে সবায়
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৭

কোন সম্প্রদায় মাঝে ছিলে নাকো কভু
না করি তাদের নিন্দা, কর শ্রদ্ধা তবু।

শশ্বল্লীলাবিলাসেন যেন বিশ্বমিদং ততম্।
লীলারূপং সদানন্দং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥৯

সর্বধর্মপ্রণেতারং ধর্মগ্লানিবিনাশকম্।
সাধুমিত্রং শিবং শান্তং রামকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥১০

অজ্ঞানতিমিরে যস্তু জ্ঞানালোকপ্রদীপকঃ
বিমলানন্দদানায় প্রাদুরাসীন্ মহীতলে।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১১

ধর্মের আদর্শ নব আনিলে ধরায়
জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৮

নিত্যলীলা রূপে যিনি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
লীলারূপী রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥৯

অবতাররূপে সর্বধর্মপ্রবর্তক
যুগে যুগে যিনি ধর্মগ্লানি বিনাশক
সাধুজন-মিত্র সেই শান্ত শিবময়
জগদ্গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১০

অজ্ঞান-তিমিরে যিনি জ্ঞানালোক-দীপ
(সে আলোকে উদ্ধারিল অগণিত জীব)
বিমল আনন্দ দিতে আসিল ধরায়
সেই গুরু রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১১

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১২

ত্বং হি বিষ্ণুর্বিরিঞ্চিস্ত্বং ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ
ত্বঞ্চৈব শক্তিরূপোঽসি নির্গুণস্ত্বং সনাতনঃ।
ত্বাং স্তোতুং কোঽত্র শক্তঃ স্যাদ্ভাবাতীতমনাময়ম্
ভগবন্ সর্বভূতাত্মন্ রামকৃষ্ণ নমোঽস্তুতে ॥১৩

সর্বায় সর্বপারায় সর্বভাবস্বরূপিণে।
সর্বভাববিহীনায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥১৪

সংসার-অর্ণবঘোরে যিনি কর্ণধার
জগদ্‌গুরু সেই রামকৃষ্ণে নমস্কার ॥১২

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর
তুমি শক্তিরূপ নিত্য নির্গুণ ভাস্বর।
কে তোমা বন্দিবে ভাবাতীত অনাময়
সর্বাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১৩

তুমি সর্ব সর্বপার সর্বভাবময়
সর্বাতীত রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১৪

মহামায়াস্বরূপায় মহামোহবিনাশিনে।
মায়াতীতায় শান্তায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥১৫

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥১৬

মহামায়া স্বরূপেতে ভুবন মোহিলে
মহামোহ বিনাশিয়া জীবে মুক্তি দিলে।
শুদ্ধ শান্ত শিব তুমি স্বীয় মহিমায়
মায়াতীত রামকৃষ্ণ প্রণমি তোমায় ॥১৫

নিত্য নিরঞ্জন যেই অনন্তস্বরূপ
ভক্ত তরে কৃপা ক'রে ধরে নানারূপ।
পূজ্য পরমেশ সেই ঈশ-অবতার
রামকৃষ্ণে নতশিরে নমি বারবার ॥১৬

শ্রীরামকৃষ্ণস্তবরাজঃ

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

ওঁ-কারবেদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণো
বুদ্ধেশ্চ সাক্ষী নিখিলস্য জন্তোঃ।
যো বেত্তি সর্বং ন চ যস্য বেত্তা
পরাত্মরূপো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥১

ন-বেদগম্যো ন চ যোগগম্যো
ধ্যানৈর্ন জাপৈর্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
জ্ঞেয়ঃ কদাপীহ ততোঽবতীর্ণো
দয়ানিধে ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥২

শ্রীরামকৃষ্ণস্তবরাজ

ওঁ-কারের বেদ্য যিনি পুরুষ পুরাণ
নিখিল জীবের বুদ্ধিসাক্ষী অধিষ্ঠান,
যিনি সর্বজ্ঞাতা—যাঁর জ্ঞাতা নাহি অন্য
পরমাত্মরূপী সেই ভবে রামকৃষ্ণ ।১

ন-হ বেদগম্য—তোমা যোগে নাহি পায়
নহ প্রাপ্য ধ্যান-জপ উগ্র তপস্যায়,
জ্ঞানগম্য নহ কভু তাই অবতীর্ণ
করুণার সিন্ধু তুমি ভবে রামকৃষ্ণ ।২

মো-ক্ষস্বরূপং তব ধাম নিত্যং
যথা তদাপ্নোতি বিশুদ্ধচিত্তঃ।
তথোপদেষ্টাঽখিলতত্ত্ববেত্তা
ত্বং বিশ্বধাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৩

ভ-ক্তেস্তথা শুদ্ধজ্ঞানস্য মার্গৌ
প্রদর্শিতৌ দ্বৌ ভবমুক্তিহেতূ।
তয়োর্গতানাং ধ্রুবনায়কোঽসি
ত্বং মোক্ষসেতুর্ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৪

মো-ক্ষের স্বরূপ তব যেই নিত্যধাম
পায় জীব অবশেষে হয়ে শুদ্ধকাম,
সে অখিল তত্ত্ববেত্তা বিধাতা বরেণ্য
পরতত্ত্ব-উপদেষ্টা ভবে রামকৃষ্ণ।৩

ভ-বের মুক্তির হেতু ভক্তি আর জ্ঞান
জ্ঞানী আর ভক্তে দিলে সে-পথে সন্ধান,
সেই পাথযাত্রিদের নায়ক অনন্য
মোক্ষসেতু রূপে তুমি ভবে রামকৃষ্ণ।৪

গ-তিস্ত্বমেকা জগতাং জড়ানাং
পুরা বিসৃষ্টেশ্চিদখণ্ডরূপঃ।
তদ্বল্লয়ে স্থা অধুনাসি তদ্বৎ
ত্বমাদিদেবো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৫

ব-র্ণাশ্রমাচারবিহীনশান্তাঃ
সংন্যাসিনো জ্ঞানবিধূতচিত্তাঃ।
ধ্যায়ন্তি যং নিত্যমভেদদৃষ্ট্যা
স এব হি ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৬

গ-তি তুমি একমাত্র এ-বিশ্ব জগতে
অখণ্ড চৈতন্য রূপে যেমন আদিতে,
প্রলয়েতে সেই রবে, সেরূপ এখনো
আদিদেব সেই তুমি ভবে রামকৃষ্ণ।৫

ব-র্ণাশ্রম ধর্মগত আচার-বিহীন
সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানধৌত চিত্ত অমলিন,
অভেদ দৃষ্টিতে তারা যার ধ্যানে মগ্ন
দেবদেব সেই তুমি ভবে রামকৃষ্ণ।৬

তে-জোময়ং দর্শয়সি স্বরূপং
কোষান্তরস্থং পরমার্থতত্ত্বম্ ।
সংস্পর্শমাত্রেণ নৃণাং সমাধিং
বিধায় সত্ত্বো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৭

রা-গাদিশূন্যাং তব সৌম্যমূর্তিং
দৃষ্ট্বা পুনশ্চাত্র ন জন্মভাজঃ ।
স্থানে যদাদায় বিশুদ্ধসত্ত্ব-
মিহাবতীর্ণো ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৮

তে-জোময় দেখাইলে আত্মার স্বরূপ
পঞ্চকোষ মধ্যে পরমার্থতত্ত্ব রূপ,
স্পর্শমাত্রে করি নরে সমাধি নিমগ্ন
দিব্যমূর্তি সেই তুমি ভবে রামকৃষ্ণ ।৭

রা-গাদি-বর্জিত চির তব মূর্তি সৌম্য
দেখিলে কাহারো নাহি হয় পুনর্জন্ম ,
যোগ্য ইহা মহাশক্তি ধ'রে অবতীর্ণ
শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তিধারী ভবে রামকৃষ্ণ ।৮

ম-হাবিচিত্রং মহদাদিকার্যং
লব্ধ্বাপ্যধিষ্ঠানমনাদ্যনন্তম্।
করোতি নিত্যা প্রকৃতিস্তবাদ্যা
তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্ ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥৯

কৃ-শাণুবৎ তাপবিদগ্ধচিত্তাঃ
সংসারিণঃ শান্তিনিকেতনং ত্বাম্।
সংপ্রাপ্য শান্তা হি ভবন্তি তেষাং
ত্বং শান্তিদাতা ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥১০

ম-হদাদি কার্য অতি বিচিত্র সে-সব
নিত্যা সে-প্রকৃতি তব করিছে প্রসব,
অধিষ্ঠান লভি যার আদি-অন্তশূন্য
সচ্চিদ্ সে-ব্রহ্ম তুমি ভবে রামকৃষ্ণ।৯

কৃ-শাণু সদৃশ তাপবিদগ্ধ জীবন
সংসারী জীবের তুমি শান্তি-নিকেতন,
শান্তি লভি তব পাশে হয় তারা ধন্য
তুমি শান্তিদাতা এই ভবে রামকৃষ্ণ।১০

ষ-ড়ঙ্গযোগো ন যতঃ সুসাধ্যো
জ্ঞানাধিকারী সুলভো ন যস্মাৎ।
গরীয়সী ভক্তিরতঃ কলৌ স্যাৎ
তজ্‌জ্ঞাপকস্ত্বং ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥১১

না-কাদিলোকং সুখদঞ্চ দিব্যং
সুরম্যমৈশ্বর্যমহং ন যাচে।
হৃদাসনে ত্বং কৃপয়া সদা বৈ
বসেতি যাচে ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥১২

যং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-গিরিশশ্চ দেবাঃ
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যম্।

ষ-ড়ঙ্গাদি যোগ যাহা সুখসাধ্য নয়
জ্ঞানমার্গ অধিকারী সুলভ না হয়,
সেহেতু জানালে ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ হয়
কলিযুগে রামকৃষ্ণ তুমি এ-ধরায়।১১

না-যাচি স্বর্গাদি লোক সুখদ সুন্দর
সুরম্য ঐশ্বর্য ভোগ ক্ষণিক নশ্বর,
হৃদাসনে কৃপা করি থেকো অবিচ্ছিন্ন
এই ভিক্ষা মাগি সদা ভবে রামকৃষ্ণ।১২

য-তেক দেবতা আর ব্রহ্মা বিষ্ণু হর
ধ্যান স্তুতি নতি যার করে নিরন্তর,

তৈঃ প্রার্থিতস্তস্য পরাবতারো
দ্বিবাহুধারী ভুবি রামকৃষ্ণঃ ॥১৩

বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরৈঃ সেবিতপাদপীঠম্ !
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
তমেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম্ ॥১৪

রামকৃষ্ণং চিদানন্দং যঃ স্তৌতি ভক্তিমান্ সদা ।
তস্য চিত্তং ভবেচ্ছুদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানং স্বয়ং ততঃ ॥১৫

তাদের প্রার্থিত যিনি অবতার পূর্ণ
দ্বিভূজ মুরতিধারী ভবে রামকৃষ্ণ ।১৩

বন্দি এক বিশ্ববীজ অখণ্ড আকার
বন্দি দেব-নিষেবিত পাদপীঠ যার,
বন্দি ভবরোগবৈদ্য নিখিল-শরণ্য
তোমারেই বন্দি দেব ভবে রামকৃষ্ণ ।১৪

চিদানন্দ রামকৃষ্ণ যেই ভক্তিমান
করে স্তুতি—শুদ্ধ চিত্ত হয় তার জ্ঞান ।১৫
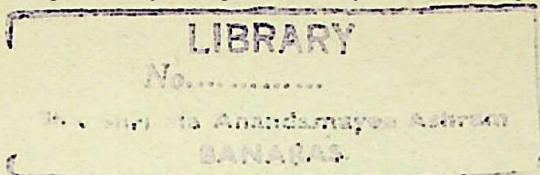
শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্

শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণপাদাব্জসুধাপানোন্মত্তা
রসিকা ভাবুকাঃ—পিবন্তু সর্বকল্যাণকরং
তন্নামামৃতং মুদা ।

বিশ্বস্য ধাতা পুরুষস্ত্বমাদ্যো-
হব্যক্তেন রূপেণ ততং ত্বয়েদম্ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥১

শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টক

রামকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সুধাধারা পানে
রসিক ভাবুক ভক্ত সুখী বড় প্রাণে,
নিখিল কল্যাণকর তাঁর নামামৃত
পান করি হও সবে আপনা বিস্মৃত ।

বিশ্বের বিধাতা তুমি আদি দেববর
ব্যাপিয়া অব্যক্তরূপে আছ চরাচর,
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ।১

ত্বং পাসি বিশ্বং সৃজসি ত্বমেব
ত্বমাদিদেবো বিনিহংসি সর্বম্ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥২

মায়াং সমাশ্রিত্য করোষি লীলাং
ভক্তান্ সমুদ্ধর্তুমনন্তমূর্তিঃ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥৩

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন সংহার
আদিদেব এই চির লীলা হে তোমার,
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ॥২

মায়াকে আশ্রয় করি দিব্যলীলা কর
ভক্তের উদ্ধার তরে নানা মূর্তি ধর,
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ।৩

বিধৃত্য রূপং নরবত্ত্বয়া বৈ
বিজ্ঞাপিতো ধর্ম ইহাতিগুহ্যঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥৪

তপোঽথ তে ত্যাগমদৃষ্টপূর্বং
দৃষ্ট্বা নমস্যন্তি কথং ন বিজ্ঞাঃ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥৫

শ্রুত্বাত্র তে নাম ভবন্তি ভক্তাঃ
দৃষ্ট্বা বয়ং ত্বাং ন তু ভক্তিযুক্তাঃ।

নররূপ ধরি তুমি এলে ধরাতলে
অতি গুহ্য ধর্মতত্ত্ব সবারে জানালে।
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে।৪

অপূর্ব তপস্যা ত্যাগ নিরখি তোমার
জ্ঞানিগণ না করিবে কেন নমস্কার?
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে।৫

তব নাম শুনি হলো ভক্ত কতজন
দেখেও ভক্তিতে মোরা নহি মুগ্ধ মন,

হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষ কুরু দেব নিত্যম্ ॥৬

সত্যং বিভুং শান্তমনাদিরূপং
প্রসাদয়ে ত্বামজমন্তশূন্যম্ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥৭

জানামি তত্ত্বং ন হি দৈশিকেন্দ্র
কিন্তে স্বরূপং কিমু ভাবজাতম্ ।
হে রামকৃষ্ণ ত্বয়ি ভক্তিহীনে
কৃপাকটাক্ষং কুরু দেব নিত্যম্ ॥৮

প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ॥৬

সত্য শান্ত বিভু তুমি আদি-অন্তশূন্য
জনম-মরণহীন! হও হে প্রসন্ন,
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ।৭

নাহি জানি গুরুশ্রেষ্ঠ কিবা তত্ত্ব তব
কেমন স্বরূপ দিব্য ভাব অভিনব,
প্রভু রামকৃষ্ণ তুমি ভক্তিহীন জনে
কৃপাদৃষ্টি কর দেব সদা নিজ গুণে ।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রামৃতম্

রে ভ্রান্ত ভোগবিষয়েষু কথং হি রক্তো
মোহং গতো ভ্রমসি বর্ত্মনি দীর্ঘকালম্ ।
বিশ্রান্তিমিচ্ছসি যদি হ্যনিশং সুখাব্ধৌ
সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১

দুর্বারঘোরভবদাববিদহ্যমানো
জঙ্গম্যসে মলিনবাসনয়াঽসুখাপ্ত্যৈ ।
নীচাশ্রয়ং কথমহো যদি শান্তিকামঃ
সন্তাপসংসৃতিহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥২

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রামৃত

হে বিভ্রান্ত ভোগসুখে কী হেতু নিরত
মোহবশে নিরন্তর ভ্রম দীর্ঘপথ,
সুখাব্ধিতে বিশ্রামের যদি মনোরথ
ভজ দুঃখ-জন্মনাশী রামকৃষ্ণ-পদ ।১

জ্বলিতেছ দুর্নিবার ভবদাবানলে
ফিরিছ বাসনাপথে সুখ পাবে ব'লে,
নীচাশ্রয় কেন যদি শান্তি অভিপ্রেত
ভজ দুঃখ-জন্মনাশী রামকৃষ্ণ-পদ ।২

শাস্ত্রেষ্বনাপ্তসু কথং হি তব প্রবৃত্তিঃ
দুস্তর্কজালমিহ দেশিকবাগ্বিরুদ্ধম্ ।
সিদ্ধান্তহীনমপি সন্ত্যজ মন্দবুদ্ধে
সন্দেহবিভ্রমহরং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৩

স্ত্রীকাঞ্চনাদিষু সদা যদি তেঽনুরক্তি-
স্তৃষ্ণাক্ষয়ো ন ভবিতা কথমপ্যমীষু ।
বিজ্ঞায় তান্নিগড়বদ্ ভববন্ধহেতূন্
সন্ত্যক্তকামকনকং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৪

ভার্যামশেষগুণভূষিতভক্তিযুক্তাং
যোষাঞ্চ কামবশগাং সকলাং তথৈব ।

অনাপ্ত শাস্ত্রেতে তব কী কারণে রতি
গুরুবাক্য প্রতিকূল কুতর্কেতে মতি ?
এ হীন সিদ্ধান্ত ত্যজি ভজ মূঢ়চিত
সংশয়-বিভ্রমহারী রামকৃষ্ণ-পদ ।৩

যদি তব থাকে মোহ কামিনী-কাঞ্চনে
ভোগে কোথা তৃষ্ণাক্ষয়—বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
জানি তারে ভববন্ধ-শৃঙ্খলের মত
ভজ কাম-ভোগত্যাগী রামকৃষ্ণ-পদ ।৪

দূরাৎ প্রণম্য জিতবান্ য উ মাতৃবুদ্ধ্যা
তং কামগন্ধরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৫

সংস্পৃশ্য ধাতুনিচয়ান্ পরিকম্পিতাঙ্গঃ
সংজ্ঞাবিহীন ইব যো বিকৃতাঙ্গুলিশ্চ।
সদ্যোঽভবজ্জড়বদিন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্য-
স্তং ত্যাগপারগমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৬

প্রেম্নঃ স্বরূপমিহ যদ্বিমলং পবিত্রং
নিঃস্বার্থমিত্যভিধয়া কথিতং সুবোধৈঃ।

ভার্যারে—ভূষিতা প্রেম ভক্তি নানাগুণে
ভোগসুখে অনুরক্তা যিনি নারীগণে,
দূর হতে মাতৃজ্ঞানে নমি কামজিৎ
ভজ সে কামনাহীন রামকৃষ্ণ-পদ।৫

ধাতুচয়স্পর্শে যাঁর কাঁপে সর্ব কায়
বিকৃত অঙ্গুলি যিনি সংজ্ঞাহীন প্রায়
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সদ্য জড়বৎ
ভজ সেই ত্যাগিশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ-পদ ॥৬

প্রেমের স্বরূপ যেই বিমল পবিত্র
সুধীজন কহে যাহা নিঃস্বার্থ বিচিত্র,

তৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি যদি প্রণয়ার্দ্রচিত্তান্
কুর্বন্তমাশ্রিতজনান্ ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৭

স্নেহো হি মাতুরিহ কারণসন্নিবদ্ধো
ভ্রাতুস্তথা পিতুরয়ং ন চ হেতুশূন্যঃ।
যৎ প্রেম হেতুরহিতং ন হি কেন তুল্যং
তং প্রেমসিন্ধুসদৃশং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৮

প্রাপ্তে যথা প্রিয়তমে ললনা প্রসন্না
দূরং গতে ভবতি ভাববিকারযুক্তা।

আশ্রিতবৎসল সেই প্রণয়ার্দ্রচিতে
চাও যদি ভজ তবে রামকৃষ্ণ-পদে।৭

জনক জননী ভ্রাতা অথবা ভার্যার
স্বার্থলেশহীন প্রেম না হেরি কাহার,
অতুলন অহেতুক প্রেম-কোকনদ
ভজ সেই প্রেমসিন্ধু রামকৃষ্ণ-পদ।৮

পতি-সম্মিলনে যথা প্রফুল্ল ললনা
বিচ্ছেদে বিরহবশে ক্ষুব্ধা আনমনা,

আরাদ্গতে প্রিয়তমে চ তথা স্বভক্তে
প্রেষ্ঠায়মানমিহ তং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥৯

যেনাতিদুঃখবিকৃতা ভজনানুরাগাঃ
শুদ্ধীকৃতাঃ প্রিয়কথাকরুণাকটাক্ষৈঃ ।
আশ্বাসিতাঃ প্রতিদিনং পুরুষার্থকামা-
স্তং ধর্মমোক্ষদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১০

যোগৈশ্চ সাধনশতৈঃ ফলমাপ্যতে যৎ
যদ্বা সুখং ভবতি চিত্তনিরোধনেন ।
যৎ সন্নিধিং মুহুরুপেত্য পুমান্ ভজেত্তৎ
তং শান্তিশর্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১১

ভক্ত-প্রিয়সঙ্গে সুখী—বিরহে ব্যথিত
ভজ সেই প্রেমঘন রামকৃষ্ণ-পদ ।৯

বিকৃত ভজন সবে দুঃখের জ্বালায়
কৃপাদৃষ্টি প্রিয়বাক্যে যার শুদ্ধ হয়,
পুরুষার্থকামী জনে করে যে আশ্বস্ত
ভজ ধর্ম-মোক্ষদ সে রামকৃষ্ণ-পদ ॥১০

যোগে আর শতবিধ সাধনে যে-ফল
চিত্তবৃত্তি নিরোধে যে আনন্দ বিমল
ক্ষণসঙ্গে যার নর লভে সে-সম্পদ
ভজ শান্তি-সুখদ সে-রামকৃষ্ণ-পদ ।১১

নারায়ণং হি পুরুষং পুরুষং প্রতীতং
দৃষ্ট্বা শিবাঞ্চ রমণীং রমণীং প্রতীতাম্ ।*
ভৃত্যায়তেঽপ্যখিলভূতমহেশ্বরো য-
স্তং স্বাভিমানরহিতং ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১২

নাধীতশাস্ত্র ইহ যোঽখিলশাস্ত্রবেত্তা
নাধীতবেদ ইহ যঃ শ্রুতিসারবিজ্ঞঃ ।
নাধীততন্ত্র ইহ যঃ কুলধর্মবক্তা
তং তত্ত্ববোধকমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১৩

পুরুষে পুরুষে যেই হেরে নারায়ণ
রমণীতে করি বিশ্বজননী দর্শন,
নিখিল ঈশ্বর—তবু দাসভাবে নত
ভজ সে নিরভিমান রামকৃষ্ণ-পদ ।১২

অনধীত—তবু সর্ব শাস্ত্রজ্ঞানান্বিত
অনধীত বেদ—শ্রুতিসার সুবিদিত ।
অনধীত তন্ত্র—মুখে কৌলধর্ম যত
ভজ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ রামকৃষ্ণ-পদ ।১৩

---

* শুদ্ধপাঠ

নারায়ণং হি পুরুষেষ্বখিলেষু পশ্যন্
নারীষু চাপি সকলাসু জগৎপ্রসূতিম্ ।

নির্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী
নিষ্কর্মকোঽপি সততং পরকর্মকর্তা।
নির্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১৪

ভক্তৈঃ সদা পরিবৃতো নিজপার্ষদৈর্যো
গায়ন্ হসন্ ভগবতঃ সুখয়ন্ প্রসঙ্গৈঃ।
তারাগণৈরিব বিধুর্দ্যুতিমত্র ধত্তে
তং স্বর্গশর্মদমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১৫

বাসনাবিজয়ী—তবু পরহিতে রতি
সর্বকর্মাতীত—তবু পরকর্মে ব্রতী।
দুঃখলেশহীন—পরদুঃখেতে ব্যথিত
ভজ সদানন্দময় রামকৃষ্ণ-পদ।১৪

ভক্ত পরিবৃত—নিজ পার্ষদের সনে
ভাগবত কথা গান হাস্য আলাপনে
তারাদল মাঝে যেন ইন্দু বিরাজিত
ভজ স্বর্গসুখদ সে রামকৃষ্ণ-পদ।১৫

শাক্তৈঃ শিবেতি শিব ইত্যপি শম্ভুভক্তৈঃ
কৃষ্ণাবতার ইতি বৈষ্ণবশেখরৈশ্চ।
জ্ঞানীতি যঃ পরমহংস ইতীহ ধীরৈঃ
সংজ্ঞায়তে চ তমহো ভজ রামকৃষ্ণম্ ॥১৬

ভ্রমন্ নানাযোনৌ বহুবিধশরীরং পরিগতঃ
সুখং নাল্পং লেভে কনকযুবতীভোগবিষয়ৈঃ।
ইদানীং জ্ঞাত্বা ত্বাং প্রণতসুহৃদং শান্তিসুখদং
বিরক্তোঽহং যাচে তব চরণয়োর্ভক্তিমচলাম্ ॥১৭

শাক্ত তারে দেখে শক্তি—শৈব শিব তার
বৈষ্ণবপ্রধান হেরে কৃষ্ণ-অবতার,
জ্ঞানী বা পরমহংস যোগীজনে খ্যাত
ভজ বিশ্ববরেণ্য সে-রামকৃষ্ণ-পদ।১৬

বহু জন্মে নানা যোনি করিয়া ভ্রমণ
পশু পক্ষী নরদেহ করিয়া ধারণ
কামিনী-কাঞ্চন ভোগ-বিষয়েতে যত
সুখলেশ না লভিনু সেবি অবিরত।

প্রণতের বন্ধু এবে চিনেছি তোমায়
শান্তি সুখ দিতে জীবে এসেছ ধরায়।
বিরক্ত ভোগেতে আমি—তব সন্নিধানে
যাচি হে অচলা ভক্তি ও রাঙ্গা চরণে।১৭

গৃহীত্বা ভ্রান্তং মাং কুমতিবিষয়াশাপরিবৃতং
সদা রক্ষ ব্রহ্মন্ কুপথগমনাদ্দুঃখগহনাৎ।
কৃপাসারান্ প্রাণে বিতর সততং শোকদলিতে
বিবেকং বৈরাগ্যং পরমমপি মে দেহি ভগবন্ ॥১৮

যো ভজেৎ পরয়া ভক্ত্যা রামকৃষ্ণং ভবান্তকম্।
ভববন্ধাৎ স নির্মুক্তো ভবেৎ সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥১৯

বিষয়-আসক্তি-মুগ্ধ ভ্রান্ত মতিহীনে
দাও হে অভয় স্বীয় করুণা-নয়নে,
কুপথে গমন হতে রক্ষা কর মোরে
হে ব্রহ্মন্ যাহে তরি দুঃখ-পারাবারে।
বিতর করুণা-বারি শোকদগ্ধ প্রাণে
বিবেক বৈরাগ্য দিব্য দাও দীনজনে ॥১৮

যেই ভজে রামকৃষ্ণে পরাভক্তি ভরে
সুনিশ্চয় ভববন্ধ হতে সেই তরে।১৯

শ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃতম্

ন জানেঽন্যদ্বিনা দেবং রামকৃষ্ণং কদাচন।
যথাঽর্ভকো ন জানাতি কিঞ্চিদ্ধি মাতরং বিনা ॥১

কদা যোগী কদা ভোগী কদা বা জ্ঞানবিত্তমঃ।
কদা ভক্তঃ কদা শাক্তো বৈষ্ণবশ্চাপি বা কদা ॥২

মহাভাবে কদা মত্তঃ প্রেমবিহ্বলমানসঃ।
সমাধৌ বা কদা তিষ্ঠন্নির্বিকল্পকসংজ্ঞকে ॥৩

শ্রীরামকৃষ্ণগুণামৃত

মা ছাড়া অন্যেরে শিশু না জানে যেমন
রামকৃষ্ণদেব বিনা না জানি তেমন।১

কভু যোগীবেশে কভু ভোগসুখে রত
কভু জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রূপে হেরি বিরাজিত,
কভু ভক্ত প্রেমোন্মত্ত কভু শাক্ত ঘোর
কখন বৈষ্ণব রূপে ভাবেতে বিভোর।২

কভু মহাভাবে মত্ত প্রেমেতে বিহ্বল
নির্বিকল্প সমাধিতে কভু বা অচল।৩

পূর্ণব্রহ্মস্বরূপেণ রাজতে যো মহেশ্বরঃ।
পরানন্দাত্মনস্তস্য চৈতন্যঘনরূপিণঃ ॥৪

লীলারূপহরেরেবং ভক্তার্থং দেহধারিণঃ।
রামকৃষ্ণস্বরূপস্য নানাভাবসমন্বিতান্ ॥৫

অশেষাংশ্চ গুণান্ দৃষ্ট্বা সংশ্রুত্য চ পুনঃ পুনঃ
কীদৃশো রামকৃষ্ণোঽস্তি সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
জ্ঞাতুং সম্যক্ স্থিরীকর্তুং কঃ শক্তোঽত্যত্র মানবঃ ॥৬

যদি ত্বং কৃপয়া দেব জ্ঞাপয়স্যন্তরাত্মনি।
যদ্রূপং যং স্বভাবঞ্চ ধারয়স্যাত্মমায়য়া ॥৭

পূর্ণব্রহ্ম রূপে রাজে যেই মহেশ্বর
পরানন্দমূর্তি ঘন চৈতন্য আকার।৪

লীলাময় সেই হরি এবে ভক্ত তরে
নানাভাবময় রামকৃষ্ণ রূপ ধ'রে।৫

অশেষ তোমার গুণ করিয়া দর্শন
কিম্বা তাহা বারে বারে করিয়া শ্রবণ
বুঝিতে জানিতে নর অক্ষম ধরায়
কিরূপ সে-রামকৃষ্ণ চিদানন্দময়।৬

যদি কৃপা ক'রে তুমি ভক্তের হৃদয়ে
স্বভাব স্বরূপ তব দাও জানাইয়ে।৭

তদা তত্ত্বদ্বিজানাতি ত্বদ্ভক্তো ভক্তবৎসল।
সমাপ্নোতি পরাং শান্তিং যল্লাভাদমৃতো ভবেৎ ॥৮

তত্ত্বং দেব ন জানামি রামকৃষ্ণ তব প্রভো।
যাদৃশোঽসি কৃপাসিন্ধো তাদৃশায় নমো নমঃ ॥৯

তাহলে জানিতে পারে ভক্ত সে-সকল
তোমার মায়ার লীলা হে ভক্তবৎসল।
পরম নিবৃত্তি তার হয় অধিগত
যে-লাভে মানব ভবে অজর অমৃত।৮

রামকৃষ্ণদেব তুমি প্রভু সবাকার
নাহি জানি তত্ত্ব তব অগম্য অপার।
যাদৃশ তোমার রূপ তাদৃশ তোমায়
প্রণমি হে কৃপাসিন্ধু তব রাঙ্গা পায়।৯

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারস্তোত্রম্

হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্ব্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্ব্বভূতাধিবাসম্।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাবতারস্তোত্র

হৃদয়-কমলে শোভে নির্বিকল্প রূপ
সদসদ্ভেদাতীত অদ্বয় স্বরূপ।
প্রকৃতিবিকারশূন্য সত্য সনাতন
চিন্ময় আনন্দঘন মূর্তি নিরঞ্জন।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১

নিরুপম অতি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরহিত
ইচ্ছাহীন যিনি সদা—সর্বভূতে স্থিত।

ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥২

প্রলয়জলধিমগ্নং বেদরাশিং দিধীর্ষু-
র্দনুজমতিবিশালং হংসি শঙ্‌খং বিচিত্রম্‌।
তমপরিমিতবীর্য্যং মীনরূপং দধানং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৩

গগন সদৃশ ব্যাপ্ত সবার ভিতর
গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্য আকর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥২

ছিল যবে মগ্ন সব প্রলয়-সাগরে
বেদরাশি উদ্ধারিলে মৎস্যরূপ ধ'রে।
মহাকায় শংখাসুরে করিলে সংহার
দেখালে বিচিত্র শক্তি কী বীর্য তোমার।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৩

অতুলবিপুলদেহে চিন্ময়ে কূর্মরূপে
বহসি সকলমেতদ্বিশ্বমাধারশক্ত্যা।
তব খলু মহিমানং কোঽল্পধীর্বর্ণয়েৎ ত্বাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৪

দশনবিধৃতপৃথ্বীং শূকরং শ্বেতকায়ং
দলিতদিতিজরাজং দংষ্ট্রিণং চক্রপাণিম্।
অমিতবিভবশক্তিং পালকং দেবতানাং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৫

চিন্ময় বিপুলরূপে কূর্মদেহ ধ'রে
বহিলে পৃথিবী নিজ পৃষ্ঠের উপরে।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি কেবা তব মহিমা বর্ণনে
সক্ষম হইবে দেব কিরূপে—কেমনে?
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৪

দশনে ধরিলে পৃথ্বি বরাহ আকারে
শ্বেতকায় চক্রপাণি—রক্ষিতে সবারে।
অমিত বিভব-শক্তি পাতা দেবতার
হিরণ্যাক্ষে দন্তাঘাতে করিলে সংহার।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৫

বিকটদশনবক্ত্রং লোলজিহ্বং প্রচণ্ডং
গিরিবরসমকায়ং রক্তহস্তং নৃসিংহম্।
প্রশমিতসুরখেদং কোটিসূর্যপ্রকাশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৬

ছলয়িতুমবতীর্ণো বামনস্ত্বং বলিং বৈ
ত্রিচরণকমলেন ক্রামসি স্বর্ভুর্বো ভূঃ।
পরমপুরুষমাদিং কাশ্যপং বিশ্বরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৭

নরসিংহরূপে হরি ভীষণদর্শন
লোলজিহ্বা রক্তহস্ত বিকট দশন।
হিমাদ্রি সদৃশ কায় কোটি সূর্যপ্রভা
দেবতার দুঃখহারী তব সম কেবা ?
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৬

বলিরে ছলিতে হরি বামন হইলে
স্বর্গ মর্ত্য ভুবলোক ত্রিপদে ব্যাপিলে।
কাশ্যপসুন্দর তুমি বিশ্বরূপধারী
পরমপুরুষ আদি সর্ব পাপহারী।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৭

নিশিতপরশুধারং ক্ষত্রসন্তানকেতুং
নবজলধরবর্ণং ভার্গবং ভীমবীর্যম্।
শমনসদৃশঘোরং জামদগ্ন্যং বিশালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৮
রঘুকুলবরমীশং জানকীপ্রাণনাথং
সমরকুশলবীরং রাঘবং রাবণারিম্।
হনুমদনুজসেব্যং ধার্মিকং সত্যপালং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥৯

শাণিত পরশু করে ক্ষত্রনাশকারী
নবীন জলদবর্ণ ভীমবীর্যধারী।
জমদগ্নিসুত রাম ভৃগুবংশধর
বিশাল শরীর যম সম ভয়ঙ্কর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৮

জানকীর প্রাণনাথ রঘুকুলেশ্বর
রাবণারি চিরজয়ী সকল সমর।
হনুমান লক্ষ্মণের চির-সেবনীয়
ধর্মনিষ্ঠ সত্যব্রত-পালনেতে প্রিয়।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥৯

হলধরমতিশুভ্রং নীলবস্ত্রং সুরেন্দ্রং
দনুজদলনকার্যে পারগং মত্তসিংহম্ ।
যমমিব যমুনায়া ভীতিদং রৌহিণেয়ং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১০

ব্রজবিপিনবিহারে শ্যামলং বাসুদেবং
সুমধুররসকেলিং গোপিকাপ্রাণনাথম্ ।
মদনরমণবেশং কংসকালং কবীশং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১১

শুভ্রকান্তি হলধর নীলবস্ত্রধারী
প্রমত্ত কেশরীসম দানবসংহারী ।
যমুনা কাঁপিত ভয়ে জানি যম সম
রোহিণীনন্দন সেই অমিত বিক্রম ।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১০

বাসুদেব শ্যাম ব্রজবিপিনবিহারী
কবীশ্বর জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ কংসদর্পহারী ।
সুমধুর রসলীলা গোপীগণ সঙ্গে
মদনমোহন বেশে খেলে নানা রঙ্গে ।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১১

পশুবধমতিঘোরং চোদিতং বেদশাস্ত্রৈঃ
শময়িতুমবতীর্ণং জ্ঞানদং শাক্যসিংহম্ ।
প্রকটিতনবমার্গাদ্বৈতনির্বাণকল্পং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১২

মধুরসরলবাক্যৈরীশতত্ত্বং প্রকাশ্য
ক্রুশগতপরিশেষোঽপীশপুত্রোঽমৃতো যঃ ।
তমতিশয়পবিত্রং মেরিজং লোকবন্ধুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৩

পশুবধ অতি ঘোর বেদেতে বর্ণিত
নিষেধ করিয়া সর্ব জীবহিতে রত ।
জ্ঞানদাতা শাক্যসিংহ হয়ে অবতার
অদ্বৈত নির্বাণমার্গ করিলে প্রচার ।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১২

মধুর সরল বাক্যে ঈশতত্ত্ব দিলে
মেরির নন্দন যীশু-রূপেতে আসিলে ।
ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে শেষে উঠিলে অমৃত
ঈশপুত্র লোকমিত্র পবিত্র চরিত ।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১৩

যবনভজনরীতিং নীতিমিস্লামশাস্ত্রং
উপদিশতি বিনেয়ান্ তত্ত্বমাল্লাভিধস্য ।
পরমপুরুষনুম্নো যো মহম্মদ্বপুস্তং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৪

শ্রুতিনিগদিতমার্গস্থাপনায়াবতারং
জিননয়বহুবাদভ্রান্তিমুন্মুলয়ন্তম্ ।
ভুবনবিজয়কীর্তিং শঙ্করং ভাষ্যকারং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৫

আরব সন্তানগণে করিতে উদ্ধার
ইস্লাম ও নীতিশাস্ত্র করিতে প্রচার
আল্লা নামে ঈশ্বরের তত্ত্ব শিখাইতে
পাঠালে ধরায় তব মহম্মদ দূতে ।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১৪

বেদের বিহিত মার্গ করিতে স্থাপন
বৌদ্ধ আদি নিরীশ্বর মতের খণ্ডন
করিবারে অবতীর্ণ শঙ্কর-রূপেতে
বেদান্তের ভাষ্যকার বিখ্যাত জগতে
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১৫

কলিমলহরনাম্নঃ কীর্ত্তনং ঘোষয়ন্তং
করধৃতজলপাত্রং দণ্ডিনং হেমবর্ণম্।
ভবজলনিধিপোতং কৃষ্ণচৈতন্যরূপং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥১৬

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥১৭

দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হেমবর্ণ কায়
কলির কলুষহারী হরিনাম গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ ভবে
পারের তরণী দিব্য যেই ভবার্ণবে।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার॥১৬

জ্ঞান ভক্তি পরাশান্তি জীবে বিতরিতে
কোমল মূরতি অবতীর্ণ অবনীতে
চিন্ময়—সহজে যিনি হন সমাহিত
জীবদুঃখে সকাতর প্রেমে বিগলিত
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার॥১৭

হরিহরবিধিদেবা মূর্তিভেদাস্তবৈতে
নিরুপমবহুমূর্তির্মায়য়া কল্পয়ন্তম্।
অমিতগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥১৮

জয় জয় করুণাব্ধে মোক্ষসেতো স্মরারে
জয় জয় জগদীশ জ্ঞানসিন্ধো স্বয়ম্ভো
জয় জয় পরমাত্মংস্ত্রাহি মাং ভক্তিহীনং
জয় জয় ভবহারিন্ রামকৃষ্ণ দ্বিবাহো ॥১৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি নানা মূর্তি তব
মায়ায় রচিলে এই নিরুপম সব।
দীনের সহায় চির-দয়ার সাগর
অদ্ভুত চরিত্র দিব্য-গুণের আকর।
বিমল পরমহংস ইষ্ট সবাকার
ভজি সবে সেই রামকৃষ্ণ অবতার ॥১৮

জয় জয় দেব জয় করুণা-সাগর
জয় জয় মোক্ষসেতু স্মরারি শঙ্কর।
জয় জয় জগদীশ জ্ঞান-পারাবার
জয় জয় পরমাত্মা স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর।
জয় জয় ভবপাশ নাশো নিজগুণে
দ্বিভুজ হে রামকৃষ্ণ তারো ভক্তিহীনে ॥১৯

মূকোঽহং নাভিজানামি তব স্তুতিং জগদ্‌গুরো।
তথাপি ত্বৎকৃপালেশাদ্বাচালোঽস্মি পুনঃ পুনঃ ॥২০

জগতের গুরু তুমি আমি মূক অতি
মহিমা বর্ণিতে তব নাহিক শকতি।
তথাপি লভিয়া তব করুণার কণা
বাক্‌শক্তি লভি করি মহিমা বর্ণনা ॥২০

শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্ ॥
শরণাগতসেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥১

গুণহীনসুতানপরাধযুতান
কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্ ।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥২

শ্রীসারদাদেবীস্তোত্র

পরমা প্রকৃতি দেবী মানবীরূপিণী
অভয়া বরদা জন-ত্রিতাপহারিণী ।
আশ্রিত সেবকে কর সদানন্দময়
জগত-জননি নমি সারদে তোমায় ॥১

কৃপা করি গুণহীন অপরাধী সুতে
উদ্ধার কর মা আজি মায়া মোহ হতে ।
ভবার্ণবে তুমি তরী তার মা আমায়
জগত-জননী নমি সারদে তোমায় ॥২
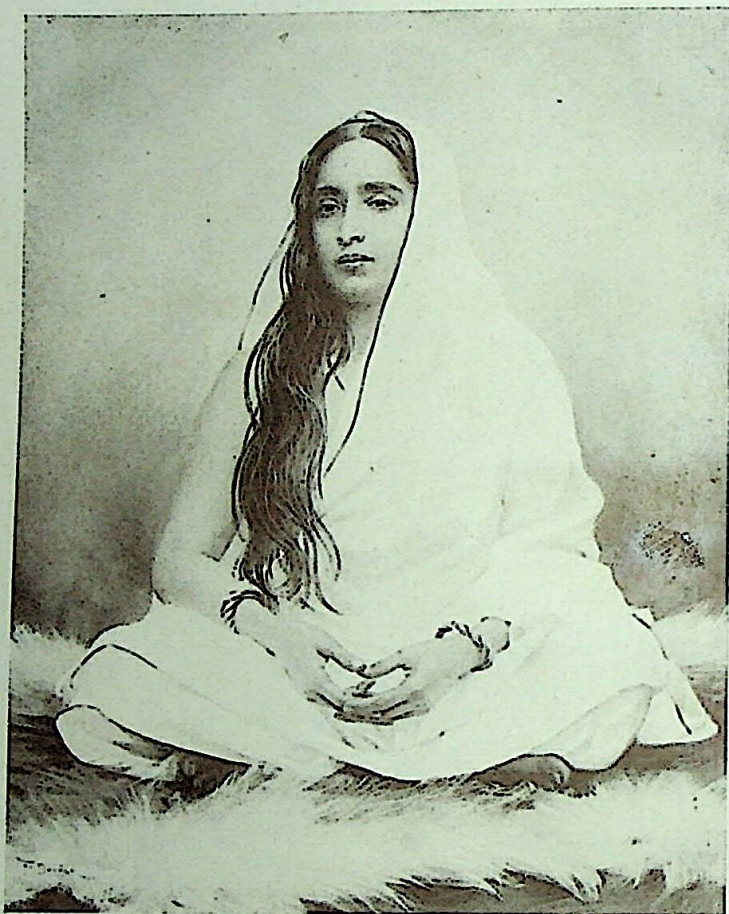
বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গ মনো ভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্ ॥৩

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥৪

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে ॥৫

বিষয়-কুসুম ত্যজি মন-মধুকর
পাদপদ্মামৃত শান্তি-সুধা পান কর।
ভবরোগ দূরে যাবে না থাকিবে ভয়
জগত-জননি নমি সারদে তোমায় ॥৩

কৃপা কর মহাদেব প্রণত সন্তানে
সারদে করুণাময়ি পদাশ্রয় দানে ॥৪

জ্ঞানদাত্রি হে সারদে লজ্জাপটাবৃতে
নমি তোমা কৃপাময়ি—তারো পাপ হতে ॥৫

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥৬

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ ॥৭

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং*
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥৮

রামকৃষ্ণগত প্রাণ প্রিয় তাঁর নামগান
ভালবাস সদা তুমি শুনিতে শ্রবণে।
তাঁহার ভাবেতে হয় তব তনু ভাবময়
নমস্কার বারম্বার তোমার চরণে ॥৬

পবিত্র চরিত যার পবিত্র জীবন
পবিত্রতা-স্বরূপারে নমি অনুক্ষণ ॥৭

যোগীন্দ্রপূজিতা মাতা সুপ্রসন্ন হয়ে
করো নাশ প্রণতের দুঃখসমুদয়ে।
যুগধর্মরক্ষাকর্ত্রী দাও জ্ঞান ভক্তি
সারদে করুণাময়ি চরণে প্রণতি ॥৮

---

* শুদ্ধপাঠ—ভক্তিবিমুক্তিদাত্রীং

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥৯

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥১০

বেঁধেছ মোদের মন স্নেহের বন্ধনে
দোষ সব গুণ ক'রে নেছ নিজ গুণে।
রাখিয়াছ স্নেহক্রোড়ে দোষী সবাকারে
অহেতুকী কৃপা তব কে বুঝিতে পারে॥৯

জননি প্রসাদ তব যাচি গো বিনয়ে
স্নেহময়ী স্নেহ নিত্য দাও মা তনয়ে।
দগ্ধ চিত্তে প্রেমবিন্দু বিতর সারদে
হৃদে শান্তিবারি দাও মাগি ভিক্ষা পদে॥১০

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥১১

জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ জননি সারদে।
প্রণমি সর্বদা ধরি পাদপদ্ম হৃদে॥১১

শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক

(স্বামী বিবেকানন্দ রচিত)

মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়
জ্ঞানাঞ্জন-বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্কর ভাবসাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার
ভক্তার্জন-যুগলচরণ তারণ ভবপার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জনদুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্মকঠোর
প্রাণার্পণ-জগততারণ কৃন্তনকলিডোর ॥
বঞ্চনকামকাঞ্চন অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়রাগ
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান্
নিষ্কারণ-ভকতশরণ ত্যজি জাতিকুলমান ॥

সম্পদ তব শ্রীপদ ভবগোষ্পদবারি যথায়
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজনদুঃখ যায়॥

নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।

ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার

জয় জয় আরতি তোমার
হর হর আরতি তোমার
শিব শিব আরতি তোমার॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

(স্বামী বিবেকানন্দ রচিত)

ওঁ হ্রীঁ ঋতং ত্বমচলো গুণজিদ্ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥১

ভক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বং।
বক্তোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ (১)
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥২

তেজস্তরন্তি ত্বরিতং (২) ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগং (৩) কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
মর্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥৩

শুদ্ধপাঠ—

(১) বক্ত্রোদ্ধৃতস্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
(২) তরসা, (৩) রাগে

৪৯.

ক্বত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণান্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
যস্মাদহমশরণো (১) জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ॥৪

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণামঃ

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শুদ্ধপাঠ—
(১) ত্বশরণো

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি
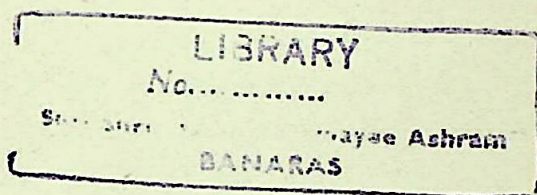
—নিত্য ও বিশেষ—

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি

(নিত্য ও বিশেষ)

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

পূর্বাহ্নে স্নান করিয়া পূজক সর্বতোভাবে আপনাকে পবিত্র মনে করিয়া পূজাস্থানে প্রবেশ করিবে। আসনে পূর্ব বা উত্তর-মুখী হইয়া উপবেশন করিয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে,

(১) প্রার্থনা

ওঁ দেব তৎপ্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নবসাক্ষিণঃ॥

(২) আচমন—ওঁ হ্রীঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা—মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার জল পান করিবে এবং 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।' মন্ত্রের দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে ওষ্ঠাধর মার্জনাদি করিবে,

অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠদ্বারা—দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জন-পূর্বক হস্ত প্রক্ষালন
অঙ্গুষ্ঠদ্বারা—মুখস্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন
তর্জনীদ্বারা—নাশাদ্বয় স্পর্শ
মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা—চক্ষুর্দ্বয় "
অনামিকাদ্বারা—কর্ণদ্বয় "
কনিষ্ঠাদ্বারা—নাভি স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন
অঙ্গুষ্ঠভিন্ন তর্জনী প্রভৃতি চারি অঙ্গুলিদ্বারা—বক্ষঃস্থল স্পর্শ
সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা—মস্তক ও বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে।

(৩) কামিনীধ্যান

সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজাম্।
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্রবিভূষিতাম্।
শঙ্খচক্রধনুর্বাণবিরাজিতকরাম্বুজাম্॥
পরে 'কং' মন্ত্র দশবার জপ করিয়া বামহস্তে জল জলশোধন করিবে।

(৪) **জলশোধন**—বামহস্তে জল লইয়া 'ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা তাহা পরিশুদ্ধ ভাবিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ দিবে এবং অবশিষ্ট জল আসনে ছিটাইয়া দিয়া পদ্মাসনাদি কোন সুখকর আসনে বসিবে এবং 'ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধসর্বপাপানি শময়াশেষ-বিকল্পমপনয় হুঁ' মন্ত্রে হস্ত-পদাদিতে কিছু জলের ছিটা দিবে।

[বিশেষপূজা]

(৫) **পুণ্যাহবচন**—কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,

(ক) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-(শুভজন্মতিথি-) পূজা-নিমিত্তক-শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

—ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম

(খ) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্…ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

—ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্।

(গ) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্…স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

—ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

প্রত্যেকবারে আতপতণ্ডুল বিকিরণ করিবে ও পরে

স্বস্তিসূক্ত

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥

এই মন্ত্রেও আতপতণ্ডুল বিকিরণ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,

সাক্ষ্যমন্ত্র

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

(৬) **সঙ্কল্প**—বামহস্তে তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, তুলসী, হরীতকী,

[বিশেষপূজা]
আতপতণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প ও জল লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিবে এবং দক্ষিণজানু মাটিতে ও বামজানু উপরে করিয়া বীরাসনে বসিয়া বলিবে—

বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ যথাশক্তিসামান্যবিধিনা ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহ-সারদেশ্বর-শ্রীরামকৃষ্ণদেবকরুণাকটাক্ষলাভপূর্বক-সর্বলোকহিতকামঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবপূজনমহং করিষ্যে ।

সঙ্কল্পসূক্ত

পরে তাম্রপাত্র ঈশানকোণে উপুড় করিয়া রাখিয়া তাহার উপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে আতপতণ্ডুল ছড়াইবে—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি ।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সংকল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ ।
ভক্তিজ্ঞানোদয়ায় অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ॥

(৭) **ঘটস্থাপন**—যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি বা পট বিধিপূর্বক প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে ঘটস্থাপনের প্রয়োজন নাই । কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠিত নাই সেখানে বিশেষপূজায় পট রাখিয়া ঘটস্থাপন করা বিধেয় । যথা,

পঞ্চগুঁড়ির দ্বারা ভূপুর মধ্যস্থিত অষ্টদল-পদ্ম রচনা করিয়া

[বিশেষপূজা]

তদুপরি এক অঞ্জলি শুক্লধান্য, তদুপরি ঘট এবং ঘট মধ্যে জল ও পঞ্চপল্লব, তাহার উপর আতপ-তণ্ডুলপূর্ণ সরাব, তাহার উপর সশীষ নারিকেল, তাহার উপর প্রমাণ বস্ত্রযুগল, নবরত্ন, পঞ্চরত্ন কিম্বা তদভাবে কেবল সুবর্ণ দিবে এবং ঘট বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে। পরে ক্লীঁ-মন্ত্রে প্রোক্ষণ (ক), ঐঁ-মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, হ্রীঁ-মন্ত্রে ঘটস্থাপন, হ্রীঁ-মন্ত্রে জল দ্বারা ঘটপূরণ। তৎপরে অঙ্কুশমুদ্রায় ঘটে তীর্থ আবাহন করিবে, যথা—

হ্রীঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বঃ পাতালমহীগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্॥

তৎপরে হ্রীঁ -মন্ত্রে ঘটমধ্যে নবরত্ন, পঞ্চরত্ন বা অভাবে কেবল সুবর্ণ, 'নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, যং-মন্ত্রে পুষ্প, হ্রীঁ-মন্ত্রে দূর্বা ও পুনঃ হ্রীঁ-মন্ত্রে কর্পূরযুক্ত গন্ধপুষ্প ঘটমধ্যে দিবে। পরে শ্রীঁ-মন্ত্রে পঞ্চপল্লব বা তদভাবে কেবল আম্রশাখা, হ্রীঁ শ্রীঁ-মন্ত্রে তণ্ডুলপূর্ণ সরাব,

---

(ক) অধোমুখ হস্তাগ্রদ্বারা জলের ছিটা দেওয়াকে অভ্যুক্ষণ বলে এবং উত্তানভাবে হস্তাগ্রদ্বারা জলের ছিটা দেওয়াকে প্রোক্ষণ বলে।

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(৫) (৮) **মন্ত্রাচমন**—ঐঁ-মন্ত্রে তিনবার জলপান করিবে এবং 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে পূর্ববৎ ওষ্ঠাধর মার্জনাদি করিবে।

(৬) (৯) **সামান্যার্ঘ্যস্থাপন**—নিজের বামদিকে ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সেই মণ্ডল 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে ও তাহার উপর আধার (ত্রিপদী, অভাবে বিল্বপত্র) স্থাপন করিবে। পরে 'ফট্' মন্ত্রে কোশা ধুইয়া সেই আধারের উপর স্থাপন করিবে ও 'নমঃ' মন্ত্রে জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে দূর্বা, আতপতণ্ডুল, বিল্বপত্র সচন্দনপুষ্প দ্বারা কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে। পরে—

ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

[বিশেষপূজা]
হুঁ-মন্ত্রে ফল, স্ত্রীঁ-মন্ত্রে স্থিরিকরণ, 'নমঃ' মন্ত্রে ফলোপরি বস্ত্রযুগল, শ্রীঁ-মন্ত্রে সিঁন্দুর দান ও প্রণব উচ্চারণ করিয়া অভ্যুক্ষণ এবং 'হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন। তৎপরে 'স্থাং স্থীং স্ত্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব' মন্ত্রে ঘট-স্থিরীকরণ।

এই মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইবে ও মৎস্যমুদ্রায় ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া দশবার প্রণব জপ করিবে।

(৭) (১০) **দ্বারদেবতাপূজা**। পরে ঐ অর্ঘ্যজল দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিয়া দ্বারদেবতার পূজা করিবে—'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ'

[নৈঋতকোণে] ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ

(৮) (১১) **ভুতাপসারণ**—কুশিতে চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, অক্ষত, দুর্বা, কুশ, খৈ প্রভৃতিতে 'ফট্' মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া 'ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা' এবং

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় চারিদিকে তাহা বিকিরণ করিবে।

(৯) (১২) **ভুমিশুদ্ধি**—'ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে মুষ্টিনিঃসৃত জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে।

(১০) (১৩) **আসনশুদ্ধি**—'ওঁ পবিত্রবজ্রভূমে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে যোনিমুদ্রায় ভূমিস্পর্শ করিবে এবং ঐ মুদ্রাতেই ভূমিতে

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া 'ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার-শক্ত্যাদিভ্যো নমঃ' মন্ত্রে ঐ ত্রিকোণমণ্ডল পূজা করিবে ও তাহার উপর বিহিত আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে পদ্মাসন বা সুখকর কোন আসনে উপবেশন করিবে।

পরে দক্ষিণহস্ত বামে ও বামহস্ত দক্ষিণে পরস্পর বিপরীতভাবে রাখিয়া উভয় হস্তের নিম্নমুখী অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা আসন স্পর্শ করিয়া বলিবে—'ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।'

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ পৃথ্বি, ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

তৎপরে 'আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে আসনের উপর ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া 'হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধার-শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ' মন্ত্রে ঐ মণ্ডল গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে।

(১১) (১৪) **গুরুপ্রণাম**—কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে,

বামকর্ণোর্দ্ধে—ঐঁ গুরুভ্যো নমঃ
তদূর্দ্ধে—ঐঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ
তদূর্দ্ধে—ঐঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ
তদূর্দ্ধে—ঐঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ

(১২) (১৫) **সূর্য্যার্ঘ্যদান**—কুশীতে দূর্বা, আতপতণ্ডুল, রক্ত-পুষ্প (অভাবে কেবল জল লইয়া) মস্তকোপরি ধরিয়া 'ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য এষোঽর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা' (ক) মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে।

তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনরায় প্রণাম করিবে—

দক্ষিণে—গং গণেশায় নমঃ।

মধ্যে—ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

(১৩) (১৬) **গ্রন্থিবন্ধন**—তৎপরে 'ওঁ মণিধরিবজ্রিণি মহা-প্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবে।

(১৪) (১৭) **করশুদ্ধি**—'হেসৌঁ' মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে সচন্দন রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া 'আং হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে উভয় করতল দ্বারা মর্দন ও বামহস্তে তাহা লইয়া 'ক্লীঁ' মন্ত্রে মস্তকের চতুর্দিকে ভ্রামিত করিবে। পরে 'ঐং' মন্ত্রে তাহা আঘ্রাণ করিয়া 'ফট্' মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় তাহা ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

(ক) অভিষিক্তপক্ষে—'হ্রীঁ হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় এষোঽর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।' এবং অনভিষিক্ত পক্ষে—'হ্রাং হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় এষোঽর্ঘঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' বলিয়াও অর্ঘ্য দিতে পারেন।

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(১৫) (১৮) **পুষ্পশুদ্ধি**—পরে 'ওঁ শত্তাভিষেক হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে পুষ্পে জলের ছিটা দিয়া 'ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বদ্ধায় হুঁ' মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করিয়া 'ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে পুষ্পশোধন করিবে।

(১৬) (১৯) **দিব্যবিঘ্ন নিবারণ**—মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া দিব্য-দৃষ্টিতে অবলোকন দ্বারা অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দিব্য- (স্বঃ) লোকের বিঘ্নসমূহ দূর করিবে।

(১৭) (২০) **দিগ্বন্ধন**—তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি সংযোগে 'ফট্' মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় দিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা পূর্ব-দিগাদি হইতে ঈশানকোণ এবং অধঃ ও উর্দ্ধ—এই দশদিকে 'ফট্' মন্ত্রে তুড়ি দিবে।

(১৮) (২১) **ভূমিবিঘ্ন অপসারণ**—'ফট্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে বামপদের গোড়ালি দ্বারা তিনবার আঘাত করিবে ও ভূর্লোকের বিঘ্ন দূর করিবে।

(১৯) (২২) **অন্তরিক্ষবিঘ্ন উৎসারণ**—'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে হস্তে জল লইয়া অন্তরিক্ষ (ভুবঃ) লোকের বিঘ্ন অপসারণ করিবে।

(ক) দেবশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি

মূলমন্ত্রের সহিত 'ফট্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার প্রোক্ষণ পূর্বক দেবশুদ্ধি ও পূজাদ্রব্য শুদ্ধি করিবে।

মূলান্তে 'ফট্' উচ্চারণ পূর্বক প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনান্তর

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(২০) (২৩) মন্ত্রশুদ্ধি—অং ঐঁ, অং কং, ঐঁ কং, চং ঐঁ, চং, টং ঐঁ টং, তং ঐঁ তং, পং ঐঁ পং, যং ঐঁ যং, শং ঐঁ শং। ক্ষং।

পরে 'রং' মন্ত্রে চারিদিকে জলধারা দিয়া বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করিবে।

(২১) (২৪) দেহমার্জন—মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে করদ্বয় দ্বারা নিজে দেহকে মার্জনা করিবে।

(২২) (২৫) আত্মরক্ষা—হৃদয়ে হস্ত দিয়া বলিবে,

ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা

ওঁ আং হুঁ ফট্ স্বাহা

(২৩) (২৬) প্রাণায়াম—(ক) বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণনাসিকা বন্ধ করিয়া ৪ বার মূলমন্ত্র জপের সহিত বামনাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে টানিবে—ইহার নাম পূরক। পরে দক্ষিণ-নাসা বন্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারাও বামনাসা বন্ধ করিয়া ১৬ বার জপ করিবে—ইহার নাম কুম্ভক। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণনাশায় বায়ু ধীরে ধীরে ৮ বার জপের সহিত ত্যাগ করিবে—ইহার নাম রেচক। এইরূপে অবিচ্ছেদে পুনরায় দক্ষিণনাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক

(ক) যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম—সহিত, সূর্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্ছা ও কেবলী—এই আটপ্রকার বর্ণিত আছে।

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

করিবে এবং পুনর্বার অবিচ্ছেদে প্রথম বারের মত বামনাসা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। এইরূপে অবিচ্ছেদে এক একবার করিয়া তিনবার পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিলে একটি প্রাণায়াম হইবে। সমর্থ হইলে এই প্রাণায়াম ৮।৩২।১৬ বা ১৬।৬৪।৩২ প্রভৃতি বার জপদ্বারাও করিতে পারা যায়।

(২৪) **ভূতশুদ্ধি**—নিম্নোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে,

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

ওঁ রং সংকোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।

ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা। (ক)

[বিশেষপূজা]

(২৭) **ভূতশুদ্ধি**—অনাহত গুপ্তকমলস্থিত প্রদীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারে আনয়ন করিয়া কুণ্ডলিনীতে লীন করিবে। পরে হুঁ-কার দ্বারা প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া 'হংসঃ' মন্ত্রে সুষুম্নাপথে উন্নীত করিবে। তখন মূলাধারচক্রস্থিত দেবতাদি

(ক) 'ওঁ হ্রৌঁ' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিলেও ভূতশুদ্ধির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিসমূহ কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইবে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির সহিত পৃথিবীমণ্ডল 'লং'-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনী-শরীরে বীজভাবে থাকিবে। পরে স্বাধিষ্ঠানে গমন করিলে সেই চক্রের দেবতা তথা মাতৃকাবর্ণ প্রভৃতি কুণ্ডলিনী-শরীরে লীন হইবে ও রসনেন্দ্রিয়াদির সহিত বরুণমণ্ডল 'বং'-বীজে পরিণত হইবে এবং পূর্বে কুণ্ডলিনী-শরীরে যে পৃথ্বী-বীজ 'লং' বর্ত্তমান ছিল তাহা এখন স্বাধিষ্ঠানস্থিত 'বং' এই বরুণবীজে লীন হইবে। আর 'বং'-বীজই কুণ্ডলিনী-শরীরে তখন বীজভাবে থাকিবে। এইরূপে পূর্বের ন্যায় যথাযথভাবে মণিপুরে 'বং'-বীজ, 'রং'-বীজে, অনাহতে 'রং'-বীজ 'যং'-বীজে, বিশুদ্ধে 'যং'-বীজ 'হং'-বীজে, আজ্ঞায় 'হং'-বীজ অহংকারতত্ত্বে, অহংকারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইলে কুণ্ডলিনী পরে সহস্রারকমলে পরমশিবে মিলিত হইবে।

তৎপরে 'যং' এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ অনাহতচক্রে চিন্তা এবং ১৬ বার ঐ বীজ জপ করিয়া বামনাসায় পূরক করিবে এবং ৬৪ বার ঐ বীজ জপ করিয়া কুম্ভক করিবে। ঐ সময়ে বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষের ধ্যান করিবে যথা,

বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্॥
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্॥

[বিশেষপূজা]

উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গাচর্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ ॥

তৎপরে পাপপুরুষের সহিত দেহ পরিশুষ্ক হইল চিন্তা করিবে এবং ঐ 'যং'-বীজ ৩২ বার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় রেচক করিবে। পরে পুনরায় মণিপুরে রক্তবর্ণ 'রং' এই বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া ঐ বীজ ১৬ বার জপের সহিত পূরক করিবে এবং ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভকদ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত অগ্নিদ্বারা দহন করিবে। পরে ৩২ বার জপ করিয়া ভস্মের সহিত বাম নাসিকায় রেচক করিবে।

পরে পুনরায় ললাটদেশে ধ্যান করিয়া শুক্লবর্ণ 'ঠং' এই চন্দ্র-বীজ ১৬ বার জপদ্বারা পূরক করিবে। এই সময়ে চন্দ্রকে ললাটে আনয়ন করিবে। পরে শুক্লবর্ণ 'বং' এই বরুণ বীজ ধ্যান করিয়া ৬৪ বার জপদ্বারা কুম্ভক এবং ঐ সময়ে ভালস্থিত ইন্দু হইতে গলিত সুধাধারা রূপ মাতৃকাবর্ণময় দিব্যদেহ রচিত হইল চিন্তা করিবে। পরে পীতবর্ণ 'লং' এই পৃথ্বী-বীজ ৩২ বার জপদ্বারা ঐ দিব্যদেহ সুদৃঢ় হইল ভাবিয়া রেচক করিবে।

তৎপরে পরমশিবের স্থান সহস্রারকমল হইতে কুণ্ডলিনীর অবরোহণকালে অহংকারতত্ত্ব সৃষ্টি হইলে 'সোঽহং'-মন্ত্রে জীবাত্মাকে অনাহত গুপ্তকমলে পুনঃস্থাপিত করিবে এবং অহংকারতত্ত্ব হইতে আজ্ঞা তথা বিশুদ্ধাদি চক্র দিয়া কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথে মূলাধারে

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(২৫) (২৯) 'আং হুঁ ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিয়া বাক্য, মন ও শরীর পরিশুদ্ধ হইল ভাবনা করিবে।

[বিশেষপূজা]

প্রত্যাগত হইবেন। এই অবতরণকালে কুণ্ডলিনী-শরীরে লীন প্রত্যেক চক্রস্থিত দেবতা ও মাতৃকাবর্ণ প্রভৃতি বিপরীতক্রমে সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

(২৮) জীবন্যাস—আপনার দিব্যদেহে ইষ্টদেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 'সোঽহং' চিন্তা করিয়া লেলিহানমুদ্রায় স্বহৃদয়ে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে—

আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ
হংসঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।

আং হ্রীঁ ক্রোঁ·········শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ।
আং হ্রীঁ ক্রোঁ······শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি।
আং হ্রীঁ ক্রোঁ······শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পরে আপনাকে দেবতাময় চিন্তা করিবে।

(৩০) মাতৃকান্যাস—ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী-

বিশেষপূজা

চ্ছন্দো দেবীমাতৃকাসরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ, অব্যক্তং কীলকং, সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।

(শিরঃস্পর্শ)—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ
(মুখ „)—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ
(হৃদয় „)—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ
(মুলাধার „)—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ
(পদদ্বয় „)—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ
(সর্বাঙ্গ „)—ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

(৩১) করন্যাস (ক)

(১) অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ
(২) ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা
(৩) উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্

(ক) ১। উভয় হস্তের তর্জনীদ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ, ২। উভয় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় তর্জনী, ৩। উভয় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় মধ্যমা, ৪। উভয় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় অনামিকা, ৫। উভয় অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে, ৬। উভয় করের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ-করতলের মধ্যমা ও তর্জনীদ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে।

[বিশেষপূজা]

(৪) এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ

(৫) ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্

(৬) অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

(৩২) অঙ্গন্যাস (ক)

(১) অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ

(২) ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা

(৩) উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্

(৪) এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ

(৫) ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

(৬) অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

(ক) ১। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয়, ২। তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগদ্বারা শিরোদেশ, ৩। অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখা, ৪। উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলীর দ্বারা বিপরীত বাহুমূলদ্বয়, ৫। দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ও বাম এই নেত্রত্রয় স্পর্শ করিবে, ৬। পূর্ববৎ।

[বিশেষপূজা]

(৩৩) অন্তর্মাতৃকান্যাস—কেবল তত্ত্বমুদ্রায় বা তত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত পুষ্পদ্বারা নিম্নলিখিতভাবে ষট্‌চক্রে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে,

কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে (ষোড়শদলে)—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ।

হৃদয়ে অনাহতচক্রে (দ্বাদশদলে)—কং নমঃ হইতে ঠং নমঃ
নাভিতে মণিপুরচক্রে (দশদলে)—ড়ং নমঃ হইতে ফং নমঃ
লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে (ষড়্‌দলে)—বং নমঃ হইতে লং নমঃ
মূলাধারচক্রে (চতুর্দলে)—বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ
ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে (দ্বিদলে)—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।

(৩৪) বাহ্যমাতৃকান্যাস—ধ্যান যথা,

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে॥

প্রত্যেক মুদ্রাকরণে অসমর্থ হইলে তত্ত্বমুদ্রায় বা পুষ্পদ্বারা যথাযথস্থানে ন্যাস করিবে,

মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা ··· ললাটে ··· অং নমঃ

[বিশেষপূজা]

তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা	মুখবৃত্তের চতুর্দিকে		আং নমঃ
অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা	দক্ষিণচক্ষুতে	...	ইং নমঃ
ঐ ...	বামচক্ষুতে	...	ঈং নমঃ
অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠদ্বারা ...	দক্ষিণকর্ণে	...	উং নমঃ
ঐ ...	বামকর্ণে	...	ঊং নমঃ
কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে	দক্ষিণনাসায়	...	ঋং নমঃ
ঐ ...	বামনাসায়	...	ৠং নমঃ
তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা	দক্ষিণগণ্ডে	...	ঌং নমঃ
ঐ ...	বামগণ্ডে	...	ৡং নমঃ
মধ্যমাদ্বারা ...	ওষ্ঠে	...	এং নমঃ
ঐ ...	অধরে	...	ঐং নমঃ
অনামিকাদ্বারা	ঊর্দ্ধ দন্তপঙ্‌ক্তিতে		ওং নমঃ
ঐ ...	অধঃ ঐ	...	ঔং নমঃ
মধ্যমাদ্বারা ...	মস্তকে	...	অং নমঃ
অনামিকাদ্বারা...	মুখবিবরে	...	অঃ নমঃ

কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল হইতে সন্ধি-ত্রয়ে যথাক্রমে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ ; (অঙ্গুলিমূলে) ঘং নমঃ ; (অঙ্গুলির অগ্রভাগে) ঙং নমঃ ।

[বিশেষপূজা]

পূর্বোক্ত মুদ্রায় বাম বাহুমূল হইতে সন্ধিত্রয়ে যথাক্রমে—চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ ; (অঙ্গুলিমূলে) ঝং নমঃ ; (অঙ্গুলির অগ্রভাগে) ঞং নমঃ ।

দক্ষিণপাদে ঐভাবে যথাক্রমে—টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে) ঢং নমঃ ; (অঙ্গুলির অগ্রভাগে) ণং নমঃ ।

বামপাদে ঐরূপে যথাক্রমে—তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে) ধং নমঃ ; (অঙ্গুলির অগ্রভাগে) নং নমঃ ।

কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা দক্ষিণপার্শ্বে—পং নমঃ

ঐ বামপার্শ্বে—ফং নমঃ

ঐ পৃষ্ঠদেশে—বং নমঃ

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা নাভিতে—ভং নমঃ

সর্বাঙ্গুলিদ্বারা জঠরে—মং নমঃ

করতলদ্বারা হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে নমঃ

ঐ দক্ষিণস্কন্ধে—রং অসৃগাত্মনে নমঃ

ঐ গ্রীবাদেশে—লং মাংসাত্মনে নমঃ

ঐ বামস্কন্ধে—বং মেদাত্মনে নমঃ

বাম করতলদ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণবাহুর অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্ত—শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ

দক্ষিণ করতলদ্বারা হৃদয় হইতে বামবাহুর অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্ত—ষং মজ্জাত্মনে নমঃ

[বিশেষপূজা]

করতলদ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণপাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্ত—

সং শুক্রাত্মনে নমঃ

ঐ হৃদয় হইতে বামপাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্ত—

হং প্রাণাত্মনে নমঃ

ঐ হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত—লং জীবাত্মনে নমঃ

ঐ হৃদয় হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত—

ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ

এই সৃষ্টিন্যাসের পর ইচ্ছা করিলে পূজক স্থিতি এবং সংহারন্যাসও করিতে পারেন। ক্রম সম্বন্ধে মেরুতন্ত্রমতে বাণপ্রস্থ ও যতি ক্রমশঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারন্যাস, ব্রহ্মচারী স্থিতি, সংহার ও সৃষ্টিন্যাস এবং গৃহস্থ সংহার, সৃষ্টি ও স্থিতিন্যাস করিবেন।

(৩৫) স্থিতিন্যাস—ধ্যান যথা,

ওঁ সিন্দূরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং
বিদ্যাক্ষসূত্রমৃগপোতবরান্ দধানাম্।
পার্শ্বে স্থিতাং ভগবতীমপি কাঞ্চনাভাং
ধ্যায়েৎ করাব্জধৃতপুস্তকবর্ণমালাম্॥

ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ।

পরে দক্ষিণপাদের গুল্ফের উপরিস্থিত সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্ত বিসর্গ ও বিন্দুযুক্ত করিয়া প্রথমে

[বিশেষপূজা]

ড-কারাদি ক্ষ-কারান্ত যথাযথ স্থানে ন্যাস করিয়া পরে এইরূপে ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া অ-কারাদি ক্রমে দক্ষিণজানু পর্য্যন্ত ঠ-কার অবধি ন্যাস করিতে হইবে।

(৩৬) সংহারন্যাস—ধ্যান যথা,

ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রান্।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দসংস্থাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥

ঋষ্যাদি ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্ববৎ করিবে।

পরে হৃদয়াদি মুখে—ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি উদরে—লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি বামপাদে—হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে—সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি বামহস্তে—ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণহস্তে—শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। বামস্কন্ধে—বং মেদাত্মনে নমঃ। গ্রীবাদেশে—লং মাংসাত্মনে নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে—রং অসৃগাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে—যং ত্বগাত্মনে নমঃ। জঠরে—মং নমঃ। নাভিতে—ভং নমঃ। পৃষ্ঠে—বং নমঃ। বামপার্শ্বে—ফং নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—পং নমঃ। বামপাদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে—নং নমঃ; অঙ্গুলিমূলে—ধং নমঃ; সন্ধিত্রয়ে যথাক্রমে—দং নমঃ, থং নমঃ, তং নমঃ। দক্ষিণপাদে ঐভাবে—ণং নমঃ হইতে টং নমঃ। বামহস্তে ঐরূপে—ঞং নমঃ হইতে চং নমঃ। দক্ষিণহস্তে ঐরূপে—

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(২৬) (৩৭) বর্ণন্যাস—তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিবে,

হৃদয়ে—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ

দক্ষিণহস্তে—এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ

বামহস্তে—ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ

দক্ষিণপাদে—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ

বামপাদে—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।

(২৭) (৩৮) শ্রীগুরুপূজা—ধ্যান,

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং (ক)
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।

[বিশেষপূজা]

ঙং নমঃ হইতে কং নমঃ। মুখবিবরে—অঃ নমঃ। মস্তকে—অং নমঃ অধঃ ও ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তিতে যথাক্রমে—ঔং নমঃ, ওং নমঃ। অধরে ও ওষ্ঠে যথাক্রমে—ঐং নমঃ, এং নমঃ। বাম ও দক্ষিণ গণ্ডে—ঌং নমঃ, ৡং নমঃ। বাম ও দক্ষিণ নাসায়—ঋং নমঃ, ৠং নমঃ। বাম ও দক্ষিণ কর্ণে—উং নমঃ ঊং নমঃ। বাম ও দক্ষিণ চক্ষুতে—ঈং নমঃ, ইং নমঃ। মুখবৃত্তের চতুর্দিকে—আং নমঃ। ললাটে—অং নমঃ।

(ক) পাঠান্তর—সর্বদা সাক্ষিভূতম্

[নিত্য ও বিশেষ পূজা]

তৎপরে পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে—

ঐং এষ গন্ধঃ শ্রীগুরবে নমঃ
ঐং ইদং সচন্দনপুষ্পং ,,
ঐং ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং ,,
ঐং এষ ধূপঃ ,,
ঐং এষ দীপঃ ,,
ঐং ইদং নৈবেদ্যং ,,

প্রণাম—ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

(২৮) (৩৯) আদিত্যাদিনবগ্রহাদির পূজা—পরে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে,

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ
,, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ
,, গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ
,, দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দশাবতারেভ্যো নমঃ
" অগ্নয়ে নমঃ
" সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ
" সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। (ক)

[বিশেষপূজা]

জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষপূজায় এই নবগ্রহাদি পূজার পর মার্কণ্ডেয় এবং ষষ্ঠীপূজাদিও করিতে হয়।

মার্কণ্ডেয়পূজা—ধ্যান যথা,

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥

তৎপরে 'ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

প্রার্থনা—চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

(ক) বিশেষপূজায় ইঁহাদের পৃথক পৃথকভাবেও পূজা করিতে পারা যায়।

[বিশেষপূজা]

প্রণাম—আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥

ইহার পর অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস প্রভৃতি চিরজীবিগণের (ক) উদ্দেশ্যেও এক একটি পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

ষষ্ঠীপূজা—ধ্যান যথা,

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥

তৎপরে আবাহনাদি করিয়া 'ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে অর্চনা করিবে এবং দধিযুক্ত চিড়া ভোগ দিবে।

প্রার্থনা—জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবিকে॥

জন্মগ্রন্থিবন্ধন—শ্বেতসরিষা, দূর্বা, নিম, গুগ্‌গুল এই কয়টী দ্রব্য নূতন বস্ত্রখণ্ডে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বন্ধন করিবে,

ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্বন্তু তানি তে॥

(ক) অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

(২৯) (৪০) পীঠন্যাস—মৃগমুদ্রায় বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ
ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় সর্বদেবদেবীস্বরূপাত্মনে পরমহংসায় সর্বাত্মসংযোগ-হংসপীঠাত্মনে নমঃ।

[বিশেষপূজা]

মৎস্যমোচন—পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বাদ্যাদি সহিত একটি জীবিত মৎস্য কোন পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিবে—

ওঁ অভয়ং ভবতামস্তু মৎস্য গচ্ছ যথাসুখম্।
জলে চ নিবস স্বচ্ছে মৎপ্রসাদাৎ সুখী ভব॥
জীব মৎস্য জলঞ্চৈতৎ প্রবিশ্য মম হস্ততঃ।
জলমোক্ষপ্রদানেন মা মর জীবজীবনম্॥

পরে—সতিলগুড়সংযুক্তমঞ্জল্যর্দ্ধমিতং পয়ঃ।
মার্কণ্ডেয়বরং লব্ধ্বা পিবাম্যায়ুষ্যহেতবে॥

মন্ত্রে গুড় ও তিলযুক্ত দুগ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উৎসর্গ করিবে।

(৩০) (৪১) ঋষ্যাদিন্যাস—ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপঃ শ্রীরামকৃষ্ণো দেবতা ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ।

শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ

মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ

হৃদি—ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।

(৩১) (৪২) করন্যাস—(মুদ্রা পূর্ববৎ)

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা।

উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং।

ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

(৩২) (৪৩) অঙ্গন্যাস—(মুদ্রা পূর্ববৎ)

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা।

উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং।

ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। (ক)

(৩৩) (৪৪) ব্যাপকন্যাস—প্রণবযুক্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদাদি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ও পুনরায় নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত, উভয় হস্তদ্বারা মার্জন

(ক) বীজমন্ত্র ওঁ, ঐঁ প্রভৃতি স্বরবর্ণের হইলে আং, ঈং ইত্যাদিদ্বারা এবং হ্রীঁ প্রভৃতি হইলে হ্রাং, হ্রীং ইত্যাদিরূপে করাঙ্গন্যাস করিতে হয়।

করিলে একবার ব্যাপকন্যাস হয়। এইরূপ পাঁচ বা তিন বার করিবে।

(৩৪) (৪৫) **ধ্যান ও মানসপূজা**—কূর্মমুদ্রায় একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া এবং হৃদয়ের কাছে ধরিয়া ধ্যান করিবে (ক)—

ওঁ হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥
নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥
বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-গায়ত্রী। ওঁ রামকৃষ্ণায় বিদ্মহে গদাধরায় ধীমহি। তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ॥

[নিত্য ও বিশেষ পূজা]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে এইরূপে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে দিবে এবং বাম করতলের উপর উত্তান দক্ষিণ করতল রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে মানস-পূজা করিবে, যথা—

(১) হৃদয়স্থিত অষ্টদলকমল-রূপ আসন,
(২) পাদপদ্মে সহস্রারক্ষরিত অমৃত-রূপ পাদ্য,
(৩) মন-রূপ অর্ঘ্য,
(৪) সহস্রদলকমলবিচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় ও স্নানীয়োদক,

(৫) আকাশতত্ত্ব-রূপ বসন, (৬) ক্ষিতিতত্ত্ব-রূপ গন্ধ,
(৭) চিত্ত-রূপ পুষ্প, (৮) পঞ্চপ্রাণ-রূপ ধূপ,
(৯) তেজস্তত্ত্ব-রূপ দীপ,
(১০) সহস্রারক্ষরিত সুধাসাগর-রূপ নৈবেদ্য,
(১১) অনাহতধ্বনি-রূপ বাদ্য, (১২) বায়ুতত্ত্ব-রূপ চামর,
(১৩) সহস্রদলকমল-রূপ ছত্র, (১৪) শব্দতত্ত্ব-রূপ গীত,
(১৫) ইন্দ্রিয়ের কর্ম ও মনের চাঞ্চল্য-রূপ নৃত্য,
(১৬) ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না-রূপ পদ্মমালা অর্পণ করিবে।

তৎপরে আপনার ভাবশুদ্ধির জন্য অমায়, অনহংকার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য ও অলোভ এই দশটি ভাবরূপ পুষ্প এবং অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,

দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞানরূপ এই পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা অঞ্জলি দানে অর্চনা করিবে। তৎপরে বর্ণময়ী মালায় মন্ত্রজপ করিবে, যথা—অং ঐং, আং ঐং, ইং ঐং, ঈং ঐং, উং ঐং, ঊং ঐং, ঋং ঐং, ৠং ঐং, ঌং ঐং, ৡং ঐং, এং ঐং, ঐং ঐং, ওং ঐং, ঔং ঐং, অং ঐং, অঃ ঐং, কং ঐং, খং ঐং, গং ঐং, ঘং ঐং, ঙং ঐং ইত্যাদিক্রমে হং ঐং, লং ঐং। (ক্ষং)। লং ঐং, হং ঐং, সং ঐং, ষং ঐং, শং ঐং, বং ঐং, লং ঐং, রং ঐং, যং ঐং, মং ঐং, ভং ঐং, বং ঐং, ফং ঐং, পং ঐং, নং, ঐং, ধং ঐং, দং ঐং, থং ঐং, তং ঐং, ণং ঐং, ঢং ঐং, ডং ঐং, ঠং ঐং, টং ঐং, ঞং ঐং, ঝং ঐং, জং ঐং, ছং ঐং, চং ঐং, ঙং ঐং, ঘং ঐং, গং ঐং, খং ঐং, কং ঐং, অঃ ঐং, অং ঐং, ঔং ঐং, ওং ঐং, ঐং ঐং, এং ঐং, ঌং ঐং, ৡং ঐং, ঋং ঐং, ৠং ঐং, ঊং ঐং, উং ঐং, ঈং ঐং, ইং ঐং, আং ঐং, অং ঐং। অঃ ঐং, ঙং ঐং, ঞং ঐং, ণং ঐং, নং ঐং, মং ঐং, বং ঐং, লং ঐং।

(৩৫) (৪৬) দানার্ঘ্যস্থাপন—নিজের বামদিকে মৎস্য-মুদ্রায় চন্দনজলের দ্বারা হুঁ-গর্ভ একটি ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত ও বৃত্তের বাহিরে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সামান্যার্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং 'হ্রী এতে গন্ধ-পুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে মণ্ডলকে পূজা করিবে। পরে তাহার উপর ত্রিপাদিকা স্থাপন করিয়া ইহাকে 'হ্রীঁ এতে গন্ধ-

পুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। এবং 'ফট্' মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র ধুইয়া ত্রিপাদিকার উপর স্থাপন করিবে ও ইহাকে 'হ্রী এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনভাগ জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার উপর বিল্বপত্র, চন্দনসিক্ত পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও দূর্বা দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া দিবে। পরে 'হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যজলে পূজা করিয়া 'ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে জলে তীর্থ আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

তৎপরে 'বষট্'-মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা দেখাইয়া 'ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিয়া সেই অর্ঘ্যপাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আবাহন করিবে, যথা—

আবাহনীমুদ্রায়		...	শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ
স্থাপনী	"	...	ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ
সন্নিধাপনী	"	...	ইহ সন্নিধেহি
সন্নিরোধনী	"	...	ইহ সন্নিরুধ্যস্ব
সম্মুখীকরণী	"	...	অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,
			মম পূজাং গৃহাণ।

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি অথবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন এবং দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম করতলে দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগে 'ফট্' মন্ত্রে উর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় প্রদান করিয়া ধেনু, যোনি ও পরমীকরণ-মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। উহার কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্রে সেই জল নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণ প্রভৃতিতে ছিটাইয়া দিবে।

(৩৬) (৪৭)—পীঠপূজা—'ওঁ হ্রী এতে গন্ধপুষ্পে পীঠ-দেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। [মধ্যে] এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় সর্বদেব-দেবীস্বরূপাত্মনে পরমহংসায় সর্বাত্মসংযোগ-হংসপীঠাত্মনে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে।

(৩৭) (৪৮) পুনঃ করন্যাস—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। ঊং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

(৩৮) (৪৯) পুনর্ধ্যান—পুনর্বার কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে ও কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে সুষুম্নাপথে সহস্রদল কমলে পরমশিব পর্য্যন্ত ভাবনা করিয়া হৃদয়স্থিত অষ্টদলপদ্মে আনিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি চিন্তা করিবে এবং 'যং' এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করিয়া বাম-নাসাপুটে প্রশ্বাসের সহিত দেবতাকে স্বহৃদয় হইতে সেই পুষ্পে আনিয়া কূর্মমুদ্রাতেই অর্থাৎ পূর্ব হইতে হাত না খুলিয়া সেই পুষ্প পটে বা সম্মুখস্থ তাম্রপাত্রে স্থাপন করিবে এবং এই পুষ্পেই দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিবে। (ক)

(ক) যদি অপ্রতিষ্ঠিত পটে পূজা হয় তাহা হইলে এই সময় আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহনাদি করিয়া 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা প্রদর্শন ও দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে বা ষড়ঙ্গন্যাস মন্ত্রে দেবতার সেই সেই অঙ্গে পুষ্প প্রদান করিয়া সকলীকরণ করিবে। পরে ধেনু, পরমীকরণ, ভূতিনী, আকর্ষণী ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—লেলিহানমুদ্রায় দেবতার হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—(১) আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। (২) আং হ্রীঁ ক্রোঁ …শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। (৩) আং হ্রীঁ ক্রোঁ।

[নিত্য ও বিশেষপূজা]

পরে পরমীকরণমুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া মূলমন্ত্রে দেবতাকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে ও নিত্যপূজায় দশোপচার অথবা পঞ্চোপচারে এবং বিশেষপূজায় ষোড়শোপচারে দেবতার অর্চনা করিবে।

(৩৯) নিত্যপূজা (দশোপচারসহিত)—

ওঁ ঐঁ এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ এষোঽর্ঘ্যঃ „ „ স্বাহা
ওঁ ঐঁ ইদমাচমনীয়ং „ „ স্বধা
ওঁ ঐঁ ইদং স্নানীয়ং „ „ নিবেদয়ামি (ক)

...শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি। (৪) আং হ্রীঁ ক্রোঁ। ...শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

(ক) ঘণ্টাধ্বনি সহকারে এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবতাকে স্নান করাইবে—'ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ [যজুর্বেদী 'সহস্রশীর্ষা' স্থলে 'সহস্রশীর্খা', 'স ভূমিং' স্থলে 'সভূমিগুঁ' এবং 'সর্বতো বৃত্বা' স্থলে 'সর্ব্বত স্পৃত্বা' বলিবেন।]
ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধা-তমম্॥ ওঁ ইষে (উচ্চারণ 'ইখে') ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ

[নিত্যপূজা]

ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায়	শ্রীরামকৃষ্ণায়		নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং	,,	,,	বৌষট্
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং	,,	,,	বৌষট্
ওঁ ঐঁ এষ ধূপঃ	,,	,,	নমঃ
ওঁ ঐঁ এষ দীপ	,,	,,	নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং	,,	,,	নিবেদয়ামি
ওঁ ঐঁ ইদং পানার্থোদকং	,,	,,	নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং	,,	,,	স্বধা
ওঁ ঐঁ ইদং তাম্বুলং	,,	,,	নিবেদয়ামি

তৎপরে 'ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে পাঁচ বা একবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে দেবতার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

পরে ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ

সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ॥

অথবা অসমর্থপক্ষে গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।

[নিত্যপূজা]

নমঃ। (ক) ওঁ ঐঁ এতে গন্ধেপুষ্পে বিবেকানন্দাভেদানন্দাদিভ্যো নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যো নমঃ।' এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে।

পরে দেবতার বামদিকে ত্রিকোণমণ্ডলের উপর অন্নাদি ভোগ রাখিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণান্নং সাঙ্গায় সাবরণায় শ্রীসারদাদেবীসহিতায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদ-য়ামি' মন্ত্রে নিবেদন করিবে (খ) ও পরে পানার্থোদক, আচমনীয় ও তাম্বুল দিবে।

তৎপরে 'ওঁ ঐ এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ সাঙ্গায় সাবরণায় সশক্তিকায় সভক্তায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া ১০৮ বার (বা যথাসাধ্য) মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥' বলিয়া গোযোনিমুদ্রায় দেবতার দক্ষিণ-হস্তে সামান্যার্ঘ্যজল নিক্ষেপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্তব পাঠ করিয়া নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রণাম করিবে যথা,

---

(ক) শ্রীসারদাদেবীর ধ্যান ও দশোপচারে পূজা পরে দ্রষ্টব্য।

(খ) ভোগনিবেদনবিধি পরে দ্রষ্টব্য।

[নিত্যপূজা]

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥

পরে বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে সামান্যার্ঘ্যজল গ্রহণপূর্বক 'ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ।' পাঠ করিয়া দেবতার সম্মুখে তিন বার ভ্রামণ করাইবে এবং তাঁহার চরণারবিন্দে প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

(৫০) বিশেষপূজা (ষোড়শোপচারে)—

আসন। পুষ্পরচিত আসন (ক) [অভাবে আসনরূপে কল্পিত পুষ্প] সম্মুখে কোন আধারে রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্য

(ক) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। সুতরাং এইরূপ দিব্যভাবময় অলৌকিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজায় রজতাসন নিবেদন করা সমীচীন নয় বলিয়া পুষ্পাসনই বিহিত হইল।

[বিশেষপূজা]

জলে অভ্যুক্ষণ এবং ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে 'এতস্মৈ কুসুমাসনায় নমঃ' মন্ত্রে তিনবার সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা অর্চনা করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত বা অর্ঘ্যজল দ্বারা পূজা করিয়া বলিবে—

ওঁ আসনং গৃহ্ণ দেবেশ সদা বজয়বর্দ্ধন।
ত্রায়স্ব মে মহাদেব দিব্যস্থানঞ্চ দেহি মে॥
ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ সদা।
কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব॥

পরে 'ওঁ ঐঁ ইদং কুসুমাসনং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তের (ক) অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ করিবে এবং পুনরায় ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐরূপ অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীযোগে আসনটি দেবতার বামদিকে স্থাপন করিবে।

স্বাগত। কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ কৃতার্থোঽহনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতন্তু মে।
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়॥

(ক) বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিলে তাহাকে অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্ত বলে।

অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যন্ন্যূনং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব ॥

ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাগতং সুস্বাগতং তে।

পাদ্য। একটু জল লইয়া তাহাতে সচন্দনপুষ্প ও দূর্বাদি দিবে এবং পূর্বোক্তভাবে অর্চনা করিয়া বলিবে।

ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লব।
তস্মৈ তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয় ॥
ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেব সর্বদুঃখাপহারক।
ত্রায়স্ব দেবদেবেশ নমস্তে বিশ্বরূপধৃক্ ॥

পরে পূর্ববৎ ক্রমানুযায়ী সর্বশেষে 'ওঁ ঐঁ এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার চরণারবিন্দে অর্পণ করিবে।

অর্ঘ্য। বিল্বপত্র, চন্দন, দূর্বা, অক্ষত, পুষ্প ও জল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তারার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্ ॥
ওঁ দূর্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্।
গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেব বিশ্বেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥

পরে পূর্বের ন্যায়, 'ওঁ ঐঁ এষোঽর্ঘঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার মস্তকে দিবে।

[বিশেষপূজা]

আচমনীয়। চন্দনাদিযুক্ত জল লইয়া পূর্বোক্তভাবে অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়াঃ শ্রুতিহেতবে॥
ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্‌বারি সর্বপাপহরং শুভম্।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥
ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতাঃ।
আচাময় মহাদেব প্রীত্যা শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥

পরে পূর্ববৎ 'ওঁ ঐঁ ইদমাচমনীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা' মন্ত্রে পূর্বোক্তভাবে দেবতার মুখে অর্পণ করিবে।

মধুপর্ক। প্রস্তর পাত্রে (ক) দধি, ঘৃত, মধু, চিনি ও জল গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ সর্বকল্মষনাশায় পরিপূর্ণসুধাত্মকম্।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

(ক) কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক দান বিধিরূপে উল্লেখ থাকিলেও পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না তখন তাঁহার পূজায় ধাতুদ্রব্য ব্যতীত অন্য পাত্র ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

[বিশেষপূজা]

মধুপর্কং মহাদেব মধ্বাদৈঃ পরিকল্পিতম্।
মন্না নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥

পূর্ববৎ 'ওঁ ঐঁ এষ মধুপর্কঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার মুখে স্পর্শ করাইবে।

পুনরাচমনীয়। জল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ উচ্ছিষ্টমপ্যশুচির্বা যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
ওঁ জলং সুশোভনং দেব স্বচ্ছমত্যন্তশীতলম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুনরাচমনং কুরু ॥

শেষে পূর্বের ন্যায় 'ওঁ ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং সর্বদেবদেবী-স্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার মুখে প্রদান করিবে।

স্নানীয়। গন্ধ, পুষ্প ও তণ্ডুলমিশ্রিত জল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥
ইদং সুশীতলং বারি স্বচ্ছং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

[বিশেষপূজা]

পূর্বের ন্যায় 'ওঁ ঐঁ ইদং স্নানীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার সর্বাঙ্গে দিবে।

বস্ত্র। সম্মুখে বস্ত্র স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥
তন্তুসন্তানসন্নদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা।
মহাদেব ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্॥

'ওঁ ঐঁ ইদং বস্ত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে অঙ্গুল্যগ্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ দেবতার সর্বাঙ্গে অর্পণ করিবে।

উত্তরীয়। সম্মুখে পূর্ববৎ উত্তরীয় রাখিয়া এবং তাহা অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥

'ওঁ ঐঁ ইদমুত্তরীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে পূর্ববৎ উৎসর্গ করিয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীযোগে উত্তরীয়টি দেবতার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে।

[বিশেষপূজা]

আভরণ। পুষ্পাভরণ বা আভরণকল্পিত সুগন্ধি পুষ্পকে পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং পুষ্পাভরণং সর্বদেবদেবী-স্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে পূর্ববৎ অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিবে।

গন্ধ। চন্দন, কর্পূর ও সুবাসিত অগুরু বা কোন গন্ধদ্রব্য একত্রে লইয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥
শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্ ॥

পূর্ববৎ 'ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা দেবতার ললাটে প্রদান করিবে।

পুষ্প। পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ তুরীয়বনসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥
পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবদত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥

[বিশেষপূজা]

পূর্বের ন্যায় জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠসংযোগে ঊর্ধমুখ করিয়া দেবতার মস্তকে দিবে।

বিল্বপত্র। 'ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে সজল (ক) বৃন্তযুক্ত বিল্বপত্র অধোমুখ করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিবে।

তুলসীপত্র। 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নম ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উত্তানভাবে দেবতাকে অর্পণ করিবে।

ধূপ। সম্মুখস্থিত আধারে ধূপ রাখিয়া বামহস্তের তর্জনী দ্বারা সেই আধার স্পর্শ ও 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। পরে 'এতস্মৈ ধূপায় নমঃ' বলিয়া তিনবার ধূপের পূজা এবং পূর্ববৎ অধিপতি ও দেবতার অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যগন্ধাঢ্যস্সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

'ওঁ ঐঁ এষ ধূপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ'

(ক) 'সজলং বিল্বপত্রঞ্চ নির্জলং তুলসীদলম্।'

৭

মন্ত্রে অর্ঘ্যজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিবে। পরে 'ফট্' মন্ত্রে ঘণ্টা প্রোক্ষণ করিয়া 'ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' মন্ত্রে তর্জনী ও মধ্যমাযোগে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ও ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে দক্ষিণহস্তের অনামা ও মধ্যমার মধ্যমপর্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্র সংযোগ করিয়া ধূপ উত্তোলন করিবে এবং দেবতার বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে দেবতার নাসিকা পর্যন্ত তিনবার ঘুরাইয়া আপনার দক্ষিণদিকে ধূপ রাখিবে।

দীপ। বামহস্তের মধ্যমা দ্বারা দীপপাত্র স্পর্শ করিবে ও ধূপের ন্যায় অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ অগ্নিজ্যোতী রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেব দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

'ওঁ ঐঁ এষ দীপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে ধূপ নিবেদনের ন্যায় দীপ নিবেদন করিয়া হস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে দেবতার বীজমন্ত্র ও গায়ত্রীপাঠ সহকারে দক্ষিণ-হস্তে দীপ লইয়া ঊর্ধ্বে দেবতার নেত্র পর্যন্ত তিনবার ভ্রামিত করিবে এবং বামে বা দক্ষিণে রাখিবে।

নৈবেদ্য। দক্ষিণে বা সম্মুখে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি পুষ্পের

[বিশেষপূজা]

উপর কাষ্ঠ বা প্রস্তরনির্মিত পাত্রে নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'হুঁ' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন, চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষণ, 'যং' মন্ত্রে দোষশোষণ, 'রং' মন্ত্রে দহন 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া নৈবেদ্য অমৃতময় হইল চিন্তা করিবে। পরে মৎস্যমুদ্রায় নৈবেদ্য আচ্ছাদন করিয়া দশবার তাহার উপর মূলমন্ত্র জপ করিয়া বলিবে—

ওঁ নৈবেদ্যং বিবিধং দেব শর্করাদিবিনির্মিতম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥
ওঁ ফলমূলানি সর্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ ।
নানাবিধসুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেব যথাসুখম্ ॥

পরে বামহস্তের কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নৈবেদ্য ধরিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অর্ঘ্যজলবিন্দু তাহার উপর ছিটাইয়া নিবেদন করিবে। পুনরায় অর্ঘ্যজল দক্ষিণ হস্তে লইয়া 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ এতজ্জলম্ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং বাম-হস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শনকালে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা' এই পঞ্চমন্ত্রে দক্ষিণহস্তে প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। পরে কিছুক্ষণ চিন্তা

করিবে যেন দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিবার সময় মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যজল লইয়া 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' মন্ত্রে দেবতার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে।

পানীয় জল। (ক) পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসংপূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্।
জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

শেষে পূর্বের ন্যায় 'ওঁ ঐঁ ইদং পানার্থোদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে পানীয় জল নিবেদন করিবে।

পুনরাচমনীয়। পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা' মন্ত্রে মুখ-প্রক্ষালন কল্পনা করিয়া পুনরাচমনীয় জল প্রদান করিবে।

তাম্বূল। সম্মুখে সুবাসিত তাম্বূল স্থাপন করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা স্পর্শ ও পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

(ক) পানীয় জল প্রস্তরনির্মিত পাত্রে প্রদান করিবে।

[বিশেষপূজা]

ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

পরে পূর্ববৎ 'ওঁ ঐঁ ইদং তাম্বূলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে দেবতাকে প্রদান করিবে।

মাল্য। পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া বলিবে—

ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্।
শ্রীযুক্তং শোভনং মাল্যং গৃহাণ পরমেশ্বর॥

পরে ক্রমানুযায়ী শেষে 'ওঁ ঐঁ ইদং মাল্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে দেবতার গলায় পরাইয়া দিবে।

ইহার পর 'ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে পাঁচ বা একবার দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।

তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ।' (ক) মন্ত্রে গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে। অনন্তর যথাবিহিত-ভাবে জগন্মাতা শ্রীসারদাদেবীর পূজা করিবে।

(ক) পৃথক পৃথকভাবেও ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করা যাইতে পারে।

[বিশেষপূজা]

শ্রীসারদাদেবীর পূজা

পূর্ব ক্রমানুযায়ী পীঠন্যাসাদি করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা—'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নম ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ জগন্মাতৃস্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবী দেবতা ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ। [শিরসি] ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। [মুখে] ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। [হৃদি] ওঁ ঐঁ হ্রীঁ জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।'

তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপূজার ন্যায় যথা-বিহিতভাবে দেবীর ধ্যান করিবে, (ক) যথা—

ধ্যায়েচ্চিত্তসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্॥
আলুলায়িতকেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্ডিতাম্।
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালঙ্কারভূষিতাম্॥
স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্।
শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং জীবপাপসন্তাপহারিণীম্॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্॥

(ক) শ্রীসারদাদেবীর গায়ত্রী। ওঁ সারদায়ৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

[বিশেষপূজা]

জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাম্।
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্॥

ইহার পর পূর্বের ন্যায় মানসপূজা করিয়া যথাক্রমানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি সমাপনান্তে পুনর্বার ধ্যানপূর্বক বিহিতভাবে দেবীকে অধিষ্ঠিত করিবে এবং মূলমন্ত্রে দেবীকে অভ্যুক্ষণ করিয়া ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে অর্চনা করিবে।

দশোপচারে পূজা।

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ

,,	এষোঽর্ঘঃ	...	স্বাহা
,,	ইদমাচমনীয়ং	...	স্বধা
,,	ইদং স্নানীয়ং	...	নিবেদয়ামি
,,	এষ গন্ধঃ	...	নমঃ
,,	ইদং সচন্দনপুষ্পং	...	বৌষট্
,,	ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং	...	,,
,,	এষ ধূপঃ	...	নমঃ
,,	এষ দীপঃ	...	নমঃ
,,	ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং	...	নিবেদয়ামি
,,	ইদং পানার্থোদকং	...	নমঃ
,,	ইদং পুনরাচমনীয়ং	...	স্বধা
,,	ইদং তাম্বূলং	...	নিবেদয়ামি

[বিশেষপূজা]

পরে 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ বৌষট্' মন্ত্রে পাঁচ বা একবার অঞ্জলি দান করিবে এবং যথাশক্তি দেবীর মূলমন্ত্র জপ করিয়া—

'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥'

বলিয়া দেবীর বামকরে পূর্ববৎ জপসমর্পণ করিবে। পরে 'প্রকৃতিং পরমাম্' ইত্যাদি স্তবপাঠ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে যথা,

ওঁ জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

তৎপরে 'ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে বিবেকানন্দাভেদানন্দাদিভ্যো নমঃ। ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যো নমঃ।' মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে।

ভোগ-নিবেদন। তৎপরে ভোগদ্রব্য দেবতার সম্মুখে বা বামভাগে ত্রিকোণমণ্ডলের উপর প্রস্তরনির্মিত আধারে স্থাপন করিয়া কেবল 'সোপকরণনৈবেদ্যং' না বলিয়া 'ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণান্নং সাঙ্গায় সাবরণায় শ্রীসারদাদেবীসহিতায় সর্বদেব-দেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি' মন্ত্রে নৈবেদ্যং নিবেদনের

বিশেষপূজা

রীতি অনুযায়ী উৎসর্গ করিবে। অন্নাদি নিবেদনের পর পানার্থোদক, আচমনীয় ও তাম্বূল দিবে।

পরে 'ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ সাঙ্গায় সাবরণায় সশক্তিকায় সভক্তায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্' মন্ত্রে দেবতার মস্তকে, হৃদয়ে, মূলাধারে, পাদপদ্মে, সর্বাঙ্গে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আরাত্রিক করিবে।

আরাত্রিক। প্রথমে পঞ্চঘৃতপ্রদীপ কোশার বামদিকে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া বামহস্তের তর্জনী দ্বারা দীপাধার স্পর্শপূর্বক 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিয়া 'এতস্মৈ নীরাজনদীপ-মালায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে তিনবার সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত বা অর্ঘ্যজলদ্বারা পূজা করিয়া 'ওঁ ঐঁ এষা দীপমালা সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ' মন্ত্রে অন্বারব্ধ দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুল্যগ্রদ্বারা অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া নিবেদন করিবে এবং বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে বীজমন্ত্র ও গায়ত্রীপাঠ সহকারে দক্ষিণহস্তে দীপ উত্তোলন করিয়া আরাত্রিক করিবে। চারিবার দেবতার চরণে, দুইবার নাভিমণ্ডলে, তিনবার মুখমণ্ডলে এবং সাতবার সর্বাঙ্গে দীপমালা ভ্রামিত করিয়া দেবতার দক্ষিণে বা বামে স্থাপন এবং চক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

[বিশেষপূজা]

পরে ক্রম অনুসারে কর্পূরদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প- পল্লবাদি ও চামর দ্বারা পূর্ববৎ সংখ্যায় আরাত্রিক করিবে। তবে পঞ্চঘৃত-প্রদীপ ব্যতীত অন্যান্য নীরাজন দ্রব্যের আর অর্চনা করিতে হইবে না। পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া হোম করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণহোম

—সংক্ষেপ—

পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া বালুকাদ্বারা হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল রচনা করিবে এবং সেই স্থণ্ডিলের মধ্যভাগে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশমূলদ্বারা (পুং দেবতা হইলে ঊর্ধ্বমুখ ও স্ত্রীদেবতা হইলে অধোমুখ) বিন্দুগর্ভ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত এবং তাহার বহির্দেশে পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। তাহার চতুর্দিকে ভূপুর অঙ্কিত করিবে। পরে তন্মধ্যে 'নমঃ' মন্ত্রে অষ্টদল পদ্মের অগ্নিকোণে (পূর্ব-দক্ষিণে) অর্ধহস্তপ্রমাণ উত্তরমুখী তিনটি সরলরেখা ও বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিমে) পূর্বমুখী তিনটি সরলরেখা অঙ্কিত করিবে। পরে (১) মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল বীক্ষণ, (২) 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, (৩) 'ঐঁ' মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, (৪) 'হুঁ' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, (৫) 'ফট্'

[বিশেষপূজা]

মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয়ে রক্ষণ, (৬) মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দান, (৭) প্রণবে অভ্যুক্ষণ করিবে।

স্থণ্ডিলমধ্যে পূজা। প্রথমে যন্ত্রের মধ্যস্থলে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পূর্বাগ্ররেখা তিনটিকে যথাক্রমে পূজা করিবে,

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ
" ঈশানায় নমঃ
" পুরন্দরায় নমঃ।

[উত্তরাগ্ররেখা তিনটির পূজা]

" এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ
" বৈবস্বতায় নমঃ
" ইন্দবে নমঃ।

[যন্ত্রের মধ্যস্থলে পূজা]

ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণস্থণ্ডিলায় নমঃ।

বাগীশ্বরীর ধ্যান—

ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম
শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপাম্॥

পরে 'ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।
" " বাগীশ্বরায় নমঃ।'

বলিয়া বাগীশ্বরী ও বাগীশ্বরের পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে পূজা করিবে।

অগ্নিগ্রহণ। (১) যথাবিহিত বহ্নি আনয়ন করিয়া বিহিত পাত্রে স্থাপন, (২) মূলান্তে 'বৌষট্' বলিয়া নিরীক্ষণ, (৩) 'ফট্' মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, (৪) 'ফট্' মন্ত্রে জলদ্বারা প্রোক্ষণ, (৫) 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন, (৬) 'বং' মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া অমৃতীকরণ রূপ বহ্নিসংস্কার করিয়া (৭) 'রং' মন্ত্রে সামান্য মাত্র বহ্নি লইয়া 'হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে ক্রব্যাদাংশ (রাক্ষসগণকে দেয় অংশ) পরিত্যাগ করিবে।

অগ্নিস্থাপন। ভুমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া 'ওঁ' এই মন্ত্রে অবশিষ্ট অগ্নি দুই হস্তে ধরিবে ও মণ্ডলের উপর দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘুরাইয়া বিপরীত দিক হইতে আত্মাভিমুখে মণ্ডলের মধ্যস্থলে ভগবতীর যোনিতে শিববীজ বোধে সেই বহ্নি স্থাপন করিবে। পরে 'রং এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ। রং এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ।' এই মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে এবং 'ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞা-

[বিশেষপূজা]

জ্বাপয় স্বাহা' মন্ত্রে জ্বালিনীমুদ্রা দেখাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে ও করজোড়ে পাঠ করিবে—

ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥

অগ্নির নামকরণ। কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে 'ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীরামকৃষ্ণনামাসি'।

আবাহন। আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় অগ্নির আবাহন করিবে যথা—'ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'

অগ্নির অর্চনা। পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে অগ্নির অর্চনা করিবে যথা,

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহ
এষ গন্ধঃ শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর ... ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নয়ে নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর ... এষ ধূপঃ ... নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর ... এষ দীপঃ ... নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর ... ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ... নমঃ।

[বিশেষপূজা]

[তৎপরে পুনরায় পূজা করিবে]

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।
" সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নম
ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ।
" অগ্নয়ে জাতবেদসে নম
ইত্যাদ্যগ্ন্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।
[এইরূপে বহির্দেশে]ও ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।
" পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।
" ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।
" বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।

স্রুক্‌ ও স্রুব। স্রুক্‌ ও স্রুব অধোমুখ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং অগ্রভাগ হইতে মূল পর্যন্ত কুশদ্বারা মার্জন ও জল-দ্বারা ইহাদের প্রোক্ষণ করিবে এবং পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া উক্ত কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে নিজের দক্ষিণে কুশের উপর স্রুক্‌ ও স্রুব স্থাপন করিবে।

ঘৃতাদি হোমদ্রব্য। এইরূপে কুশোপরি আজ্যস্থালী স্থাপন করিয়া (১) 'ফট্‌' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া পাত্রে ঘৃত স্থাপন, (২) ঐ ঘৃতকে বীজ পাঠ করিয়া বীক্ষণ, (৩) 'ফট্‌' মন্ত্রে কুশদ্বারা তাড়ন, (৪) 'হু' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, (৫) 'ফট্‌' মন্ত্রে

উর্ধোর্ধ তালত্রয়ে রক্ষণ, (৬) 'বং' মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ও অগ্নিতে ধরিয়া গলাইবে, (৭) তদুপরি 'হুঁ' মন্ত্রে জ্বালিত কুশদ্বয় ভ্রামিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ (বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে তর্জনীর অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ) কুশদ্বয় ঘৃতের উপর রাখিয়া সমগ্র ঘৃতটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবে এবং বামভাগের ঘৃতকে ইড়া, মধ্যভাগের ঘৃতকে সুষুম্না ও দক্ষিণভাগের ঘৃতকে পিঙ্গলারূপে চিন্তা করিয়া হোম করিবে।

আহুতিদান। পিঙ্গলা-অংশ বা দক্ষিণভাগ হইতে 'নমঃ' মন্ত্রে সামান্য ঘৃত লইয়া অগ্নির দক্ষিণনেত্রে (কুণ্ডের দক্ষিণে যেস্থানে অগ্নি অল্পমাত্র প্রজ্বলিত সেস্থানে) 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিবে ও দক্ষিণভাগে স্থাপিত কোন পাত্রে হুতশেষ আজ্য রাখিবে।

পরে 'নমঃ' মন্ত্রে ইড়া-অংশ বা বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির বামনেত্রে (কুণ্ডের বামে যেস্থানে অল্পমাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে সেস্থানে) আহুতি দিবে।

তৎপরে 'নমঃ' মন্ত্রে সুষুম্না-অংশ বা মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' মন্ত্রে অগ্নির ললাটনেত্রে (স্থণ্ডিলের উপর দিকে যেখানে অল্পমাত্র অগ্নি জ্বলিতেছে সেখানে) আহুতি

দিবে। পুনরায় 'নমঃ' মন্ত্রে পিঙ্গলা-অংশ বা দক্ষিণভাগ হইতে কিছু ঘৃত লইয়া অগ্নির মুখে (যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্নি জ্বলিতেছে সেখানে) 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিবে।

মহাব্যাহৃতিহোম। ঘৃতদ্বারা এই চারিটি মন্ত্রে আহুতি দিবে যথা—'ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।'

তৎপরে 'ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা' মন্ত্রে তিনবার ঘৃত দ্বারা আহুতি দিবে।

পরে মূলমন্ত্রের সহিত 'স্বাহা' যোগ করিয়া কেবল ঘৃত দ্বারা ২৫ বার আহুতি দিবে। এবং পরে আপনার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া ঐ স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে ১১ বার ঘৃত দ্বারা পুনরায় আহুতি দিবে।

প্রকৃত হোমের সংকল্প। তাম্রপাত্রে ফল (হরিতকী), কুশ, তিল, বিল্বপত্র, তুলসী, গন্ধ, পুষ্প ও জল বামহস্তে লইয়া উহার উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া—'বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ

[বিশেষপূজা]

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণি ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহেতি মন্ত্রেণ অষ্টাবিংশতি- (বা অষ্টোত্তরশত-) সংখ্যক-সাজ্যবিল্ব-পত্রৈঃ সহ হোমমহং করিষ্যে' বলিয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে মৃগমুদ্রায় আটাশবার (বা ১০৮বার) সাজ্যবিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে।

পরে 'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ জগন্মাতৃস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ স্বাহা' মন্ত্রে এবং শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের নামেও যথাসাধ্য সাজ্যবিল্বপত্র দ্বারা আহুতি দিবে।

তৎপরে 'ওঁ ঐঁ শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ঐঁ শ্রীরামকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা।' মন্ত্রে এক একবার আহুতি প্রদান করিবে।

পূর্ণাহুতি। পরে তাম্বূল ও সুপারি অথবা যে কোন বিহিত ফল বা পুষ্পের সহিত অবশিষ্ট ঘৃতপূর্ণপাত্র লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে যথা,

'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ, ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং সম্যক্ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ।'

তৎপরে সংহারমুদ্রায় দেবতাকে অগ্নি হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন

করিয়া 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করিবে এবং 'ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ' মন্ত্রে অগ্নি দক্ষিণে নাড়িয়া দিবে, 'ওঁ পৃথি, ত্বং শীতলা ভব' মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ বা দধি অভাবে জল নিক্ষেপ্ করিবে।

পরে স্রুবলগ্ন ভস্ম লইয়া ললাটে অনামিকা দ্বারা তিলক দিবে।

পূর্ণপাত্র উৎসর্গ। তৎপরে 'এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।' ইত্যাদিক্রমে পূর্ববৎ পূর্ণপাত্র বা পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য অর্চনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে যথা,

'বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কৃতৈতৎ-শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাঙ্গীভূতহোমকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং বা) তস্মৈ ব্রহ্মণেঽহং সম্প্রদদে।' বলিয়া জলের ছিটা দিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ। করজোড়ে বলিবে 'ওঁ কৃতৈতৎ কর্মাচ্ছিদ্রমস্তু।'

বৈগুণ্যসমাধান। অন্বারব্ধ দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রসহ হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে—'বিষ্ণুরোঁ। তৎসদদ্য * * কৃতেঽস্মিন্ কর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।'

[বিশেষপূজা]

পরে 'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥' মন্ত্র পাঠ ও দশ বার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' জপ করিবে। তৎপরে হস্তে একটু জল লইয়া 'এতৎ কর্ম শ্রীরামকৃষ্ণায়র্পিতমস্তু' বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে ও দেবতাকে প্রণাম করিবে।

জপ ও জপসমর্পণ। ইহার পর যথাশক্তি (অন্যূন ১০৮ বার) মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে 'ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা' ইত্যাদি বলিয়া গোযোনিমুদ্রায় দেবতার দক্ষিণহস্তে সামান্যার্ঘ্যজল নিক্ষেপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে ও স্তব পাঠ করিবে।

প্রণাম। পরে 'ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে।

আত্মসমর্পণ। বামহস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ-হস্তে সামান্যার্ঘ্যজল গ্রহণ করিয়া 'ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ-ধর্মাধিকারতো' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার সম্মুখে তিন বার ঘুরাইয়া দেবতার চরণারবিন্দে সেই জল সমর্পণ করিবে। (ক)

(ক) ঘট প্রভৃতিতে পূজা করিলে এই সময় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জন করিবে, যথা—

[বিশেষপূজা]

শান্তিপাঠ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষং (উচ্চারণ 'অন্তরিক্ষগুঁ') শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তি-র্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং (উচ্চারণ 'সর্ব্বগুঁ') শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

ক্ষমা প্রার্থনা। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—

ওঁ আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্।
পূজাঞ্চৈব ন জানামি ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্ষমস্ব।

বিসর্জন। তৎপরে ঘট (বা প্রতিমা) একটু নাড়িয়া দিয়া সমস্ত আবরণদেবতাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অঙ্গে বিলীন চিন্তা করিবে এবং সংহারমুদ্রায় নির্মাল্যপুষ্প লইয়া তাহাতে তেজোময় দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিবে। পরে সেই পুষ্পকে নাসিকার অগ্রভাগে আনয়ন করিয়া আঘ্রাণপূর্বক সেই তেজোময় দেবতাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে ও পুনরায় সুষুম্নাপথে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া মনে মনে অর্চনা করিবে এবং আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে—

ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বর।
যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বে সুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি॥

মুদ্রাপ্রকরণ

অঙ্কুশমুদ্রা। মধ্যমাঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া তর্জনী কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতপূর্বক তাহার মধ্যপর্বে সংলগ্ন করিবে।

অভয়মুদ্রা। বামহস্তের অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত করিয়া ঊর্দ্ধীকৃত করিবে।

অমৃতীকরণমুদ্রা। ধেনুমুদ্রার ন্যায়।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা। বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জনীকে দীর্ঘাকার ও প্রসারিত করিবে এবং অধোমুখে ভ্রামিত করিবে।

আবাহন্যাদিপঞ্চমুদ্রা। (১) আবাহনী, (২) স্থাপনী, (৩) সন্নিধাপনী, (৪) সন্নিরোধনী, (৫) সম্মুখীকরণী—এই পঞ্চমুদ্রার নাম আবাহন্যাদিমুদ্রা। তন্মধ্যে (১) উভয় হস্তে (ঊর্দ্ধমুখ) অঞ্জলি বন্ধন ও উভয় হস্তের অনামিকার মূলপর্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আনয়ন করিলে আবাহনী মুদ্রা। (২) ঐ আবাহনীমুদ্রার করতলদ্বয় অধোমুখ করিলেই স্থাপনীমুদ্রা। (৩) উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া পরস্পর সংযোগ ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা। (৪) ঐ মুদ্রার উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলে সন্নিরোধনীমুদ্রা। (৫) সন্নিরোধনীমুদ্রার মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলেই সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়।

কূর্ম্মমুদ্রা। উত্তান বামহস্তের তর্জনীর অগ্রে অধোমুখ দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠার অগ্র এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগ যোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে। পরে বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামা বামহস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ. করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় দক্ষিণ-হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে।

গালিনীমুদ্রা। করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে সংযুক্ত করিবে ও পরে দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামার সহিত অপর অনামা, মধ্যমা তর্জনীকে সরলভাবে যোগ করিবে।

গোযোনিমুদ্রা। দক্ষিণহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া উত্তান ও শিথিল করিবে।

গ্রাসমুদ্রা। বামহস্তে অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে।

চক্রমুদ্রা। বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থাকিবে এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠগর্ভে বামকনিষ্ঠা থাকিবে। অন্য অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত থাকিবে। পরে বামহস্ত

দক্ষিণে ও দক্ষিণহস্ত বামে লইয়া করদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ করিবে।

ছোটিকামুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠমধ্য ও তর্জনীর অগ্রপৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপ দ্বারা শব্দ করিবে। দশদিগ্বন্ধনের সময় 'ফট্' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই মুদ্রা দশদিকে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে স্ফোটিকামুদ্রাও বলে।

জ্বালিনীমুদ্রা। উভয়হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুলি-সমূহ প্রসারিত করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিয়া করতলমধ্যে প্রসারিত করিবে।

তত্ত্বমুদ্রা। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। এইরূপে সঙ্কেতমুদ্রাও হয়।

ধেনুমুদ্রা। উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে। এইরূপে উভয় হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। ইহাকে গোমুদ্রা এবং কোন কোন তন্ত্রে অমৃতীকরণমুদ্রাও বলিয়া থাকে।

নারাচমুদ্রা। তর্জনীর অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগ করিয়া অন্য অঙ্গুলিসকল উর্দ্ধে প্রসারিত করিবে এবং এই মুদ্রাযুক্ত হস্ত দক্ষিণস্কন্ধের উপর স্থাপন করিবে। ইহাকে বাণমুদ্রাও বলে।

পরমীকরণমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর গ্রথিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিবে। ইহাকে মহামুদ্রাও বলে।

প্রাণাদিপঞ্চমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ যোগ করিলে প্রাণমুদ্রা; অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও তর্জনীর সংযোগে অপানমুদ্রা; অঙ্গুষ্ঠ, অনামা ও মধ্যমার যোগে ব্যানমুদ্রা; কনিষ্ঠা ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগযোগে উদানমুদ্রা ও সমস্ত অঙ্গুলির সংযোগে সমানমুদ্রা হয়।

ভূতিনীমুদ্রা। যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র করিবে এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিবে।

মৎস্যমুদ্রা। দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠদেশে বামকরতল স্থাপন করিয়া জলমধ্যে ধাবমান মৎস্যের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে ও অন্যান্য অঙ্গুলিসকল সরল রাখিবে।

মৃগমুদ্রা। দক্ষিণহস্তের অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয় উন্নত ও দণ্ডাকারে রাখিবে।

যোনিমুদ্রা। কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া এক হস্তের তর্জনীদ্বারা অন্য হস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে ও ঐরূপ বদ্ধ অনামিকাদ্বয়ের উপরে দীর্ঘাকার মধ্যমাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট থাকিবে। ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিবে।

লেলিহানমুদ্রা। করতল অধোমুখ রাখিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলি সমানভাবে অধোমুখে স্থাপন করিবে। পরে অনামিকামূলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি দণ্ডাকার ও সরল রাখিবে। ইহাকে লেলিহামুদ্রাও বলে। জীবন্যাস করিবার সময় এই মুদ্রা প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু কালী ও তারার পূজায় অন্যপ্রকার দেখা যায়। যথা, মুখ বিস্তারিত করিয়া অধোভাগে জিহ্বা সঞ্চালিত করিবে এবং উভয় পার্শ্বে মুষ্টিদ্বয় স্থাপন করিবে।

বরমুদ্রা। দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া বরদানের ন্যায় অধোভাগে স্থাপন করিবে।

সংহারমুদ্রা। বামহস্ত অধোমুখ (উপুড়) রাখিয়া তাহার উপর ঊর্ধ্বমুখ-(চিৎ) দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিবে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, অনামার সহিত অনামা মধ্যমার সহিত মধ্যমা এবং তর্জনীর সহিত তর্জনী গ্রথিত করিবে। পরে ঐরূপ সংযুক্ত হস্ত পরিবর্তিত করিবে (উল্টাইবে) [এবং তর্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগ সংযোগ করিয়া নির্মাল্য গ্রহণপূর্বক নাসার সম্মুখে ধারণ ও আঘ্রাণ করিবে এবং দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করিবে। পরে ঐ নির্মাল্য বিপরীতভাবে হস্ত পরিবর্তন দ্বারা পূর্বস্থানে স্থাপন করিয়া এই মুদ্রা ভঙ্গ করিবে]

শ্রীরামকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত
বাংলা বই

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম—শিক্ষার যথার্থ রূপ ও রহস্য কি, সমাজ কিভাবে চলিলে দেশ ও জাতির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইবে, ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় এবং ধর্ম্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি—বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : দুই টাকা আট আনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি—অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা, জাতিভেদ, স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : চারি টাকা।

আত্মবিকাশ—স্বামী অভেদানন্দ স্বীয় জীবনের উপলব্ধিময় অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে জ্ঞানান্বেষী সাধকের জন্য এই পুস্তকে সাধনার ক্রমিক সোপানের রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মূল্য : এক টাকা।

যোগশিক্ষা—যোগশিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে পাতঞ্জলদর্শন, শাণ্ডিল্যসূত্র প্রভৃতি হইতে যোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। মূল্য : দুই টাকা।

কর্ম্মবিজ্ঞান—কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের দ্বারাই সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবান লাভ করা যায় এই পুস্তকে তাহা আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : দুই টাকা।

আত্মজ্ঞান—প্রত্যেক মানুষের নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার নাম আত্মজ্ঞান। উপনিষদের সাধন-রহস্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে আলোচিত। মূল্য : দুই টাকা।

ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম—ভগবৎপ্রেমের স্বরূপ ও তাহার সাধন এই গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : এক টাকা।

পত্র-সংকলন—শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও সমস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের অপ্রকাশিত পত্রমালা। মূল্য : এক টাকা।

পুনর্জন্মবাদ—স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের *Reincarnation*-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। লোকান্তর-রহস্যকে স্বামীজী মহারাজ এই গ্রন্থে বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল্য : দুই টাকা।

মনের বিচিত্র রূপ—সমগ্র বিশ্ববৈচিত্র্য মনেরই খেলা। এই খেলার আপাতরম্য বিপুল ঐশ্বর্য্যের মোহে ভগবদ্-সাধক বিমুগ্ধ হোয়ে যান, কিন্তু এই খেলা যাঁর উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত গতিতে হচ্ছে তাঁকে মানুষ সাধারণতঃ ভুলে যায়। স্বামিজী এই বই-খানিতে মুক্তিপ্রয়াসী সাধকের কাছে মনের সকল খেলার রহস্য প্রকাশ কোরে তার পারে যাবার সন্ধানই দিয়েছেন। মূল্য : আড়াই টাকা।